Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সবরের সুফল

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আরিফা আক্তার

রোলঃ 227022170

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সবরের সুফল

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আরিফা আক্তার

রোলঃ 227022170

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " সবরের সুফল " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আরিফা আক্তার, আইডিঃ 227022170 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " সবরের সুফল " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

আরিফা আক্তার

আইডিঃ 227022170

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

No table of contents entries found.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

সবরের সুফল

সূচিপত্র

১) ভূমিকা
২) সবরের শাব্দিক অর্থ ও পারিভাষিক সংজ্ঞা
৩) সবরের প্রকৃত অর্থ ও প্রয়োগ
৪) ইসলামি ব্যক্তিত্বদের দৃষ্টিতে সবরের বিভিন্ন সংজ্ঞা
৫) শরিয়তের হুকুমের আলোকে সবরের শ্রেণিবিন্যাস
ক) ওয়াজিব সবর
খ) মুস্তাহাব সবর
গ) মাকরুহ সবর
ঘ) হারাম সবর

৬) স্তরভেদে সবরকারিদের অবস্থান
৭) সবর অবলম্বনের উত্তম সময়
৮) বিভিন্ন সৃষ্টিজীবের সবরের নমুনা
৯) সবর ধারণের ক্ষেত্রসমূহ
ক) বালা মুসিবতের উপর সবর
খ) প্রবৃত্তির অনুসরণ না করার উপর সবর
গ) রবের নিকট দুয়ার উপর সবর
ঘ) কষ্টের সময় সবর
ঙ) তালিবে ইলমের জীবনে সবর
চ) ব্যক্তি জীবনে সবরের গুরুত্ব
ছ) আত্মীয়তায় সম্পর্কের ক্ষেত্রে সবরের গুরুত্ব
জ) প্রতিবেশীর সাথে সবর
১০) সবরের শক্তি
১১) ইসলামে সবরের গুরুত্ব
১২) আল্লাহ তায়ালার সবর নামকরণের মাহাত্ম্য
১৩) আল কুরআনের আলোকে সবরের গুরুত্ব ও তাঁৎপর্য

১৪) হাদিসের আলোকে সবরের গুরুত্ব ও তাঁৎপর্য

১৫) মুমিনের জীবনে সবরের ভূমিকা

১৬) বিশ্বনন্দিত ও শ্রেষ্ঠ মানুষদের সবরের গল্প

ক) আইয়্যুব আ: এর সবর

খ) নুহ আ: এর সবর

গ) ঈবরাহীম আ: এর সবর

ঘ) ইয়াকুব আ: এর সবর

ঙ) ইউসুফ আ: এর সবর

চ) প্রিয়নবী হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবর

- ❖ সাহাবিদের সবর
- ❖ বিখ্যাত তাবেঈর সবর

১৭) সবরের সফলতা

- ❖ চিরস্থায়ী জান্নাতে প্রবেশের সুযোগ
- ❖ ধৈর্যশীলদের জান্নাতে প্রশংসার বাড়ি
- ❖ পরকালে বিনা হিসাবে অগণিত সওয়াব প্রদান
- ❖ জান্নাতের প্রতি আসক্তি
- ❖ দ্বীনের নেতৃত্ব দান
- ❖ আল্লাহ্‌র দাসত্ব বাস্তবায়ন
- ❖ গুনাহ মোচন ও আত্মিক পরিশুদ্ধি
- ❖ সওয়াব অর্জন ও মর্যাদা বৃদ্ধি
- ❖ অন্তরে অহমিকা সৃষ্টি না হওয়া
- ❖ আল্লাহকে সর্বদা স্মরণে রাখা
- ❖ আল্লাহর ক্ষমতা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ
- ❖ মুমিন দের প্রতি আল্লাহর ভালোবাসার বহি:প্রকাশ
- ❖ তাওহীদ, ঈমান ও তাওয়াক্কুলের শিক্ষা
- ❖ আত্মপ্রীতি দূর ও আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়া
- ❖ প্রকৃত বন্ধু ও সুবিধাভোগী বন্ধুদের চিনা
- ❖ দুনিয়ার স্বরূপ ও চাকচিক্যকে বুঝতে পারা
- ❖ সুস্থতা ও নিরাপত্তার নেয়ামতকে স্মরণ করা

১৮) সবরের গুনাবলি অর্জনের উপায়
১৯) সবর অবলম্বন করা অত্যাবশ্যকিয় নয় যেখানে
২০) উপসংহার
২১) তথ্যসূত্র

১। ভূমিকা

সকল প্রশংসা একমাত্র বিশ্বজাহানের প্রতিপালক মহান আল্লাহ সুবহানাওয়া তায়ালার জন্য যিনি নিজেই الصبور তথা অত্যধিক ধৈর্যশীল গুণে গুণান্বিত । সবরের গুনে মহান আল্লাহর থেকে অধিক সবরকারি আর কেউ নেই । কারণ তিনি তার বান্দাকে অফুরন্ত নেয়ামতরাজি দান করার পরও বান্দার অবাধ্যতায় তিনি অবকাশ দেন। অগণিত পাপরাশি ক্ষমা করে দেন । কখনও কখনও বান্দার গুনাহগুলোকে সওয়াবে রুপান্তর করে দেন । আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ ﷺতাঁর বান্দা ও রাসূল যিনি সৃষ্টির সেরা মানব, সমগ্র মানবজাতির জন্য রহমত ও সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন।জীবনের সর্বক্ষেত্রে তিনিই সর্বাধিক ধৈর্যশীল এবং নেয়ামতের শুকরিয়ায় সর্বাধিক কৃতজ্ঞ ছিলেন। আল্লাহর হুকুম পালনের ক্ষেত্রে এমন কঙ্করময় পথ তিনি অতিক্রম করেছেন যেটা মানুষের জন্য সবরের জীবন্ত দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।

সবর মানুষের উত্তম গুণাবলির মধ্যে অন্যতম অপরিহার্য একটি গুন ।সবর বলতে বোঝায় সংযম অবলম্বন করা ও নফসের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ। নিজের মনোভাবের সাথে ঐকমত্য সৃষ্টি হয় না এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে নিজের ক্ষমতা ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ না করে নম্রতা ও ধীরস্থিরতার মাধ্যমে সেটা মোকাবিলা করার নামই সবর বা ধৈর্যশীলতা ।

যে কোনো পরিস্থিতির মোকাবেলায় সহনশীল মনোভাব প্রদর্শনের মাধ্যমেই এ গুণের স্বরূপ প্রকাশ পায়। ধৈর্যের প্রথম ধাপ যথার্থ সময়ের প্রতীক্ষা করা। সকল প্রতিকূল অবস্থায় ধৈর্যের সাথে লক্ষ্য অর্জনে অটুট থাকা। যত বাধা-বিপত্তি আসুক আস্থার সাথে কাজ করে যাওয়া। ধৈর্যের বিশেষত্ব হল মুসিবতে অন্তর দুর্বল না করা। কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে যত

প্রতিবন্ধকতা আসুক না কেন তা ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করা। যেমন পবিত্র কুরআনুল কারীমের ধৈর্য ধারণকে সাহসিকতার কাজ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে:

اصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

অর্থ: বিপদাপদে সবর কর। নিশ্চয় এটা সাহসিকতার কাজ (সুরা: লোকমান, আয়াত- ১৭)। কেয়ামতের দিন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবেন, ধৈর্যশীলরা কোথায়! আপনারা বিনা হিসেবে জান্নাতে চলে যান। ঘোষণাশুনে একদল লোক বেহেশতের পথে রওনা করবে। ফেরেশতারা বলবে, আপনারা কারা? কোথায় যাচ্ছেন? তারা বলবে, আমরা ধৈর্যশীল বান্দা; জান্নাতে যাচ্ছি। ফেরেশতারা বলবে, এখনও তো হিসাবনিকাশ হয়নি।ধৈর্যশীল বান্দারা বলবেন, আমাদের হিসাবের আগেই জান্নাতে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এবার ফেরেশতারা বলবে, তাহলে আপনারা তো খুবই মর্যাদাবান ও আমলকারি বান্দা। আপনাদের সেই আমল সম্পর্কে বলুন যার বিনিময়ে এ গৌরবময় মর্যাদা অর্জন করেছেন। তারা বলবেন, দুনিয়ার জীবনে আমরা সবরের জীবনযাপন করেছি। সৃষ্টিকর্তার পথে চলতে গিয়ে ও তাঁর বিধান মানতে গিয়ে অনেক ত্যাগ ও বিপদের সম্মুখীন হয়েছি । এর কারণে আমরা কখনও অভাব-অভিযোগ করিনি। সবসময় ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছি। এসব শুনে ফেরেশতারা বলবে, মারহাবা! আপনাদের আমলের যথার্থ প্রতিদানই আপনারা পেয়েছেন।'(তাফসির ইবনে কাসির)।

এজন্য রাব্বে কারিম স্বয়ং কোরআনে ঘোষণা করেন:

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ

অর্থ: 'ধৈর্যশীলদের প্রতিদান বিনা হিসাবে দেয়া হবে' (সুরা আজ-জুমার - ১০)
সর্বোপরি মুমিনের ইহকালীন জীবনকে অর্থবহ ও পরকালীন জীবনকে সুন্দর ও সার্থক করার জন্য ধৈর্যশীল হওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

মূলত এই প্রবন্ধটি লেখা হয়েছে সবরের জরুরি ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরার জন্য এবং বোঝানোর জন্য যে ধৈর্যের উপর মুমিনের ইহজীবনের সুখ এবং পরকালীন মুক্তি নির্ভর করে।

এছাড়া ধৈর্যের বিভিন্ন প্রকার, ক্ষেত্র , কুরআন ও হাদিসের আলোকে ধৈর্যের গুরুত্ব , বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মহামানবদের ধৈর্যের দৃষ্টান্ত এবং ধৈর্যধারণকারিগণের সফলতা ও ধৈর্যের নানাবিধ দিক সম্পর্কে গঠনমূলক ও উপকারী আলোচনা করা হয়েছে ।

আশা করা যায় এই গ্রন্থটি উপকারে পরিপূর্ণ এবং এর উপদেশ ও শিক্ষা উপকারী হবে। এ গ্রন্থে যা ভালো ও সঠিক তা মহান আল্লাহর সাহায্যে লেখনিতে ফুটে উঠেছে এবং এতে যা

ভুল আছে তা শয়তানের পক্ষ থেকে। মহান আল্লাহ তায়ালা গ্রন্থ প্রস্তুতকারিকে ক্ষমা করুন এবং ক্ষুদ্র এই প্রচেষ্টার ত্রুটি বিচ্যুতিকে ক্ষমা করে এটি কবুল করুন (আমিন) ।

২) সবরের শাব্দিক অর্থ ও পারিভাষিক সংজ্ঞা

.

সবর (صبر)একটি আরবি শব্দ যার শাব্দিক অর্থ ধৈর্য, সহ্য, সহনশীলতা, সহিষ্ণুতা, আটকানো, বিরত রাখা, থামানো ইত্যাদি ।

পারিভাষিক অর্থ: সবরের পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে হতাশা ও আতঙ্কিত হওয়া থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখা, জিহ্বাকে অভিযোগ করা থেকে বিরত রাখা এবং দুঃখ ও চাপের সময়ে নিজের মানসিক অবস্থা তথা আবেগ ও মানসিক ধীরস্থিরতায় তথা আত্মনিয়ন্ত্রনে রাখা।

কুরআনে সবর শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। একজন মুমিনকে মহান রবের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য জীবনের সমগ্র ক্ষেত্রে আল্লাহর পছন্দনীয় পন্থায় জীবন যাপন করা আবশ্যক। মহান আল্লাহ সুবহানাতায়ালার আদেশ-নিষেধ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মানুষকে যে কষ্ট ও প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয় তা ধৈর্যধারণ করা ছাড়া সম্ভব নয়। মহান রবের নিষেধমূলক কাজে নাফসের যে প্রবল আকর্ষণ থাকে তা থেকে বিরত থাকার জন্য সবর অত্যাবশ্যক। এছাড়া জামিনে মহান আল্লাহর দ্বীনের পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করা প্রত্যেক মুমিনের প্রধান কর্তব্য। শুধুমাত্র সত্যিকার মুমিন ও ধৈর্যশীল মানুষের পক্ষেই এ মহান কর্তব্য পালন করা সম্ভব। এছাড়া মানুষকে ইসলামের পথে টিকে থাকার জন্য দুনিয়ার সব রকম ক্ষতিকে সাদরে মেনে নেওয়ার মানসিকতার জন্য সবর অত্যন্ত জরুরি।

৩) সবরের প্রকৃত অর্থ ওপ্রয়োগ

আমাদের প্রথমে বুঝতে হবে 'সবর' কী, কারণ সবর নিয়ে অনারবদের মধ্যে ভুল ধারণা আছে।আমাদের জীবনে যখন কোনো বড় বিপদ আসে, কষ্টে চারিদিকে অন্ধকার দেখতে থাকি, তখন মুরব্বিদেরকে বলতে শোনা যায়, "সবর করো, সব ঠিক হয়ে যাবে।" দেশে-বিদেশে মুসলিমদেরকে মেরে শেষ করে ফেলা হচ্ছে, কু'রআন পোড়ানো হচ্ছে, রাস্তাঘাটে টুপি-দাড়িওয়ালা কাউকে দেখলে পেটানো হচ্ছে, আর মসজিদের ইমামদেরকে জুমুআহ'র খুতবায় বলতে শোনা যাচ্ছে, "সবর করেন ভাই সাহেবরা। সব ঠিক হয়ে যাবে। ইসলামের বিজয় নিকটেই ইনশাআল্লাহ।"

ব্যাপারটা এমন যে, আমরা ধৈর্য নিয়ে চুপচাপ বসে থেকে শুধু নামাজ পড়লেই আল্লাহ تعالى আমাদের হয়ে আমাদের সব সমস্যার সমাধান করে দিবেন। এই বহুল প্রচলিত ভুল ধারণাগুলোর মূল কারণ হচ্ছে 'সবর' শব্দের অর্থ ঠিকমতো না জানা।

সবর শব্দটির সাধারণত অর্থ করা হয়: ধৈর্য ধারণ করা। কিন্তু সবর অর্থ মোটেও শুধুই 'ধৈর্য ধারণ করা' নয় যে, আমরা হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকব, অত্যাচার মুখ বুঝে সহ্য করে যাব, অবস্থার পরিবর্তনে কিছুই করব না, এই ভেবে যে, একদিন আল্লাহ تعالى সব ঠিক করে দিবেন। প্রাচীন আরবরা যখন 'সবর' বলত, তখন এর মধ্যে কোনো দুর্বলতার ইঙ্গিত ছিল না।

প্রাচীন আরব কবি হাতিম আত-তাঈ এর একটি কবিতায় আছে—

"তলোয়ার নিয়ে আমরা তাদের বিরুদ্ধে সবর করলাম, কষ্ট এবং যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা সবাই নিশ্চুপ হয়ে গেল, স্থির হয়ে গেল।"

আরেকটি কবিতা জুহাইর ইবন আবি সুল্মা এর লেখা—

"শক্তিশালী যুদ্ধের ঘোড়ায় চেপে রাজার জামাইরা যুদ্ধের ময়দানে সবর করল, যখন অন্যরা আশা হারিয়ে ফেলেছি"

উপরের উদাহরণে সবর-এর ব্যবহার দেখলেই বোঝা যায়, সবর মানে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা নয়। সবর এর অর্থ হচ্ছে: প্রতিকূলতার মধ্যে ধৈর্য নিয়ে, লক্ষ্য ঠিক রেখে, অবস্থার পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা করা।

সবরের তিনটি অংশ রয়েছে:

১) ধৈর্যের সাথে কষ্ট, দুর্ভোগ সহ্য করা,

২) অবস্থার পরিবর্তন করতে গিয়ে কোনো পাপ করে না ফেলা,

৩) আল্লাহর তায়ালার আনুগত্য থেকে সরে না যাওয়া।

মানুষ সাধারণত সবর বলতে প্রথমটিকেই বুঝে থাকে। কিন্তু একজন মুসলিমের জন্য এই তিনটিই বাধ্যতামূলক। এই তিনটির একটিও যদি বাদ যায়, তাহলে তা কু’রআন এবং হাদিসের ভাষায় সবর নয়।

সবর করা সহজ কাজ নয়। আজকের প্রতিকূল পরিবেশে মুসলিমদের ধৈর্যের সাথে কষ্টের সময় পার করা, অবস্থার পরিবর্তনে চেষ্টা করে যাওয়া বড়ই কঠিন। আর আল্লাহর تعالى প্রতি আস্থা, বিশ্বাসে অটল থাকা খুবই কঠিন কাজ। মুসলিমদের প্রায়ই দেখা যায় বিপদে পড়লে প্রশ্ন করতে, “কেন? আমার এত বিপদ হবে কেন? আমি নামাজ পড়ি, রোজা রাখি, কত গরিবের উপকার করি। তাহলে আমার এরকম কঠিন অসুখ হয় কেন? আমার পরিবারে এত অশান্তি কেন? আমার বন্ধুরা তো দেখি কত ভালো আছে। ওরা তো নামাজও ঠিকমতো পড়ে না। সারাদিন ফুর্তি করে বেড়ায়। তাহলে আমার কপালে এত কষ্ট কেন?” এগুলো হচ্ছে ঈমান হারিয়ে ফেলার পূর্বাভাস এবং আল্লাহর تعالى দেওয়া পরীক্ষা ঈমানের সাথে পাশ না করে ফেল করার লক্ষণ। আর আল্লাহর تعالى দেওয়া পরীক্ষায় ফেল করলে তার পরিণাম কখনই ভালো হয় না। একারণে কষ্টের সময়গুলো সবরের সবগুলো শর্ত পূরণ করে পার করার জন্য মানুষকে বার বার বোঝাতে হয়, উৎসাহ দিতে হয়, তাগাদা দিতে হয়। না হলে মানুষের ঈমানের ভিত যে কোনো সময় ভেঙ্গে যায়।

৪)ইসলামি ব্যক্তিত্বদের দৃষ্টিতে সবরের বিভিন্ন সংজ্ঞা

সবর তথা ধৈর্য ভাল মানুষের একটি বৈশিষ্ট্য বা একটি ইতিবাচক মনস্তাত্ত্বিক মনোভাব যার কারণে মানুষ ক্ষতিকর বা সমালোচনাযোগ্য কাজ করা থেকে বিরত থাকে । ধৈর্য ছাড়া মানুষের সঠিক ও সুস্থ জীবনযাপন করা সম্ভবপর হয়ে উঠে না।

ইলমের সম্মানিত পূর্বসূরিগন সবর তথা ধৈর্যকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন যেমন :

নবিজি (সা:) বলেন: 'সবরের চেয়ে উত্তম ও ব্যাপক কোনো নিয়ামত কাউকে দেওয়া হয়নি।' [সহিহ্ মুসলিম: ১০৫৩]

"আলি ইবনে আবি তালিব رَضِيَ ٱللَّٰهُ عَنْهُ

বলেছেন:" ধৈর্যের অর্থ আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া।"

আবু উসমান رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ বলেছেন: "ধৈর্য ধারণকারী সেই ব্যক্তি যে নিজেকে কঠিন সময়ে মোকাবেলা করার প্রশিক্ষণ দিয়েছে।"

আমর ইবনে উসমান আল-মক্কী رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ বলেছেন:

"ধৈর্যের অর্থ হল আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়া এবং তিনি যে সকল পরীক্ষা প্রেরণ করেন তা শান্তভাবে গ্রহণ করা, কোন অভিযোগ বা দুঃখ অনুভব না করে।"

আল-খাওয়াস رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ বলেছেন: "ধৈর্যের অর্থ হল কুরআনের নিয়ম মেনে চলা।"

আবু মুহাম্মাদ আল-হারিরি رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ বলেছেন: "ধৈর্যর অর্থ হচ্ছে স্বাচ্ছন্দ্যের সময় এবং কষ্টের সময়ের মধ্যে কোন পার্থক্য না দেখা এবং সর্বদা সন্তুষ্ট থাকা।"

জুনাইদ ইবনু মুহাম্মদ رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ বলেছেন: "ধৈর্য হচ্ছে অম্লান বদনে কষ্ট সয়ে যাওয়া" অর্থ্যাৎ সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকা, প্রতিকূলতায় মহান রবের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা ও নিজেকে ধীরস্থির রাখা এবং অন্যের নিকট অভিযোগ করা থেকে বিরত থাকাই হচ্ছে সবর ।

৫) শরিয়াতের হুকুমের আলোকে সবরের শ্রেণিবিন্যাস

মানবজীবন সুশৃংঙ্খল ভাবে পরিচালনার জন্য ইসলামের প্রতিটি বিধিবিধানকে সুনির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে ।প্রতিটি আমলের জন্য তার স্বতন্ত্র বিধান আছে। কুরআনে বহুবার মহান আল্লাহ সুবহানাওয়া তায়ালা মুমিনদেরকে সবর অবলম্বন করার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং এটি শরিয়তের বিধান প্রণেতা কর্তৃক সুনির্ধারিত আমল ।সবর করা বান্দার জন্য কখনো ওয়াজিব, কখনো মুস্তাহাব, কখনো মাকরুহ আবার কখনো হারাম পর্যায়ের হয়ে থাকে । সেগুলোর বিস্তারিত আলোচনা সম্পর্কে নিচে আলোকপাত করা হয়েছে।

ইসলামি শরিয়তের হুকুমের দিক দিয়ে সবর ৪ প্রকার। যথা

১।ওয়াজিব সবর

২।মুস্তাহাব সবর

৩।মাকরুহ সবর

৪।হারাম সবর

১। ওয়াজিব সবর :

মহান আল্লাহর হুকুম পালন করা এবং তার নিষেধ থেকে বাঁচা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ওয়াজিব।এ ওয়াজিব হুকুম পালনের জন্য মানুষকে অনেক কষ্টকর কাজ করতে হয়। আর এ কষ্টকর কাজ করতে তার একমাত্র সম্বল হল ইচ্ছার বিরুদ্ধে অবিচলভাবে সবর করা। দ্বিনের পথে সংগ্রাম করতে গিয়ে আপতিত সকল প্রকার বালা মসিবতে ধৈর্য ধরা। হক্ব কথা বলতে গিয়ে বা দ্বীন প্রচার করতে গিয়ে জুলুমের স্বীকার হলে তাতে সবর করতে হয়। মানব জীবনে চলতে মাঝে মাঝে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কঠিন বিপদে পড়তে হয় এতে নিরাশ না হয়ে সবর বা ধৈর্য ধারণ করাও ওয়াজিব।

মানুষকে পরীক্ষা করার প্রকৃত কারণ হল তাকে যাচাই করা যে, কে ঈমানদার, কে মুনাফিক, কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী। মুনাফিক ও দুর্বল ঈমানদারেরা অনেক সময় সুখ–স্বাচ্ছন্দের সময় আল্লাহকে মনে রাখে, তাঁর প্রতি অনুগত ও সন্তুষ্ট থাকে। কিন্তু, যখন কোনো বিপদ-আপদ আসে তখন আল্লাহকে ভুলে যায়, কুফুরি করে বা তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়। আবার কখন কাফির মুশরিকগণ ও বিপদে আল্লাহর কাছে মনে প্রাণে দুয়া করতে দেখা যায়। আর যখন আল্লাহ তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেন, তখন আল্লাহকে ভুলে যায়, তাঁর নিয়ামতকে অস্বীকার করে তার সাথে শির্ক করতে থাকে। এই সকল ব্যাপারে কে কার চেয়ে অগ্রগামী তা প্রমাণের জন্য দুনিয়াতে মানুষকে পরিক্ষা করা হয়। তাকে এখানে পরিক্ষা দিয়ে পাশ করতে হবে। পরিক্ষায় পাশের অন্যতম প্রধান উপায় হল সবর বা ধৈর্য। সবর ছাড়া দুর্গম এ সকল পথগুলো অতিক্রম করার আশা করা যায় না।

মহান আল্লাহ তায়ালা মানুষকে পরীক্ষা করার প্রসঙ্গে বলেন

أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ

অর্থ: মানুষ কি মনে করে যে, তারা একথা বলেই অব্যাহতি পেয়ে যাবে যে, আমরা বিশ্বাস করি এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? (সূরা আনকাবুত-২)

মহান আল্লাহ সত্যবাদী তথা মুমিন এবং মিথ্যুক মুনাফিক বা কাফিরদের আলাদা করার জন্য পরীক্ষা করবেন ।

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ

অর্থ: আমি তাদেরকেও পরীক্ষা করেছি, যারা তাদের পূর্বে ছিল। আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন যারা সত্যবাদী এবং নিশ্চয়ই জেনে নেবেন মিথ্যুকদেরকে। (সুরা আনকাবুত-৩)।

মহান আল্লাহ তায়ালার পার্থিব পরীক্ষার উত্তীর্ণ হওয়ার প্রধান উপকরণে হিসেবে ধৈর্যেরই উল্লেখ করেছেন:

لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَذًى كَثِيراً وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ

অর্থ: অবশ্য ধন-সম্পদে এবং জনসম্পদে তোমাদের পরীক্ষা হবে এবং অবশ্য তোমরা শুনবে পূর্ববর্তী আহলে কিতাবদের কাছে এবং মুশরিকদের কাছে বহু অশোভন উক্তি। আর যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং পরহেজগারি অবলম্বন কর, তবে তা হবে একান্ত সৎসাহসের ব্যাপার (সুরা ইমরান ৩:১৮৬)।

কার মাঝে কতটা সবর আছে তা যাচাই প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন:
أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّهُ الَّذِينَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ

অর্থ: তোমাদের কি ধারণা, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ আল্লাহ এখনও দেখেননি তোমাদের মধ্যে কারা জেহাদ করেছে এবং কারা ধৈর্যশীল (সুরা ইমরান ৩:১৪২) ।

উক্ত আয়াতগুলিতে মহান আল্লাহ আমাদের পরীক্ষা করবেন বলে উল্লেখ করেছে। আল্লাহ রহমত ছাড়া বান্দার কোন শক্তিই নেই। কাজেই আমাদের সবর করতে হবে, আল্লাহর রহমত আশা অবধি পর্যন্ত।

২। মুস্তাহাব সবর

মহান আল্লাহকে খুশি করা ও তার আনুগত্য প্রকাশের জন্য ফরজ ও ওয়াজিবের পাশাপাশি আরও অনেক আমল করার ব্যাপারে কোরআন হাদিসে এসেছে । এই আমলগুলিকে বান্দার জন্য বাধ্যতামূলক করা হয় নি । তবে না করলে আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে না। এ আমলকে নফল বা মুস্তাহাব আমল বলা হয় । আর নফল বা মুস্তাহাব আমল দ্বারা বান্দা মহান আল্লাহর অধিক নৈকট্য হাসিল করতে পারে । যেমন কুরআন তিলওয়াত করা, সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহর যিকির করা, বিপদে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্য করা, গভীর রজনীতে ঘুম থেকে উঠে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়া, জনকল্যাণ মূলক কাজ করা, মানুষকে ভালকাজে উৎসাহ প্রদান করা ইত্যাদি। এই সকল কাজ করতে কখনও কখনও প্রচুর সবরের প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ শরিয়তে যে সকল কাজ ফরজ নয় অথচ বৈধ এবং অত্যন্ত সওয়াবের ঐ সকল কাজ সম্পাদনে ধৈর্যধরা মুস্তাহাব।

তাহাজ্জুদের ফযিজলত প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ কোরআনে বলেন:

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا

অর্থ: আর রাতে তাহাজ্জুদ পড়ো এটি তোমার জন্য নফল। অচিরেই তোমার রব তোমাকে "প্রশংসিত স্থানে" প্রতিষ্ঠিত করবেন (সুরা বনি-ইসরাইল - ৭৯)

এখানে আল্লাহ তার রাসুল (সা.) কে ঘুম থেকে রাতে উঠে তাহাজ্জুদ পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তাহাজ্জুদ সালাতকে আল্লাহ নফল বা অতিরিক্ত বলেছেন কিন্তু নেকির দিক থেকে অনেক বেশী। এ নামাজ রাতের বেলা একটি অংশে ঘুমোবার পর উঠে আদায় করতে হয় তাই এ কাজটি খুবই কষ্ট কর হয়ে যারা নিয়মিত পড়ে তারা বাদে। এই নফল সালাত আদায়ের জন্য যে কষ্ট হয় তার জন্য সবর করা মুস্তাহাব।

মহান আল্লাহ জিকির প্রসঙ্গেও বলেন,

وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلاَ تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ

অর্থ: (হে নবি) তোমার রবকে স্মরণ করো সকাল-সন্ধ্যায়, মনে মনে, কান্নাজড়িত স্বরে ও ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় এবং অনুচ্চ কণ্ঠে। তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না যারা গাফিলতির মধ্যে ডুবে আছে। (সুরা আরাফ ৭:২০৫)।

এখানে আল্লাহ জিকির করতে বলেছেন। অসুস্থতায় কিংবা ব্যস্ততার মাঝে অনেকের জিকির করতে কষ্ট সহ্য করতে হয় যেটা মুস্তাহাব সবর।

৩। মাকরুহ সবর:

যে সকল সবর করতে ইসলামি শরিয়ত নিরুৎসাহিত করেছে। এ সকল সবরে কোন প্রকার নেকি হবেনা। এ ধরনের সবর কে মাকরুহ সবর বলে। মাকরুহ সবর তিন প্রকার যথা:

১। কল্যাণ কর কাজে মাকরুহ সবর।

২। বৈধ কাজে মাকরুহ সবর।

৩। ইবাদতে মাকরুহ সবর।

১। কল্যাণ কর কাজে মাকরুহ সবর:

কল্যাণ কর কাজে বা ভাল কাজে দেরিতে আদায় করার জন্য সবর করা মাকরুহ। কিছু বৈধ কাজ, কল্যাণকর কাজ, ভাল কাজ যে গুলো আদায় করলে অনেক নেকি, কিন্তু ইচ্ছা করে ছেড়ে দিলেও কোন গুনাহ হবে না। এ ধরনের কল্যাণ কর কাজের সময় সুযোগ থাকলে সবর করা মাকরুহ। যেমন কাউকে উপকার করার সময় সুযোগ উভয়ই আছে তখন ইচ্ছা করে সবর করা মাকরুহ হবে।

২। বৈধ কাজে মাকরুহ সবর:

যে সকল বৈধ কাজ সময় মত সম্পাদন না করলে শারীরিক বা আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। ঐ সকল ক্ষেত্রে ধৈর্য ধরা মাকরুহ। যেমন সময় মত খাদ্য-পানীয় গ্রহণ না করলে শরীরের ক্ষতি হয়। এ ক্ষেত্রে কোন যুক্তিযুক্ত কারণ ব্যতীত ধৈর্য ধরা মাকরুহ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন "তোমরা সব কাজ ধৈর্যের সাথে আস্তে-ধীরে করবে। তবে ৫টি কাজ তাড়াতাড়ি করবে

প্রথমত: মেয়ে সাবালিকা হলে তাড়াতাড়ি বিয়ে দিবে।

দ্বিতীয়ত: কেউ মারা গেলে দ্রুত দাফন-কাফন শেষ করবে।

তৃতীয়ত: মেহমান আসলে কারো অপেক্ষায় বসিয়ে না রেখে তাড়াতাড়ি খাবার দিবে।

চতুর্থত: ঋণ থাকলে তাড়াতাড়ি পরিশোধ করবে।

পঞ্চমত: গুনাহ করলে দ্রুত তওবা করবে।"

সুতরাং এই পাঁচটি কাজের জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে দেরি করে সবর করা মাকরুহ।

৩। ইবাদতে মাকরুহ সবর:

ইবাদতে বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে সবর করাও অনেক সময় মাকরুহ হয়। বান্দার সফলতা ও সার্থকতা নিহিত আছে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের
আনুগত্যের মধ্যেই। তবে তা হতে হবে সহনীয় মাত্রায়। সামর্থ্যরে সাথে সঙ্গতি রেখে। ইবাদতে আগ্রহ থাকা আবশ্যক। তাই চাপ নিয়ে ইবাদত করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিরুৎসাহিত করেছেন কঠোরভাবে। তিনি বলেন, 'তোমরা অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি থেকে সতর্ক থাকো, কেননা বাড়াবাড়ি তোমাদের পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করে দিয়েছে' (আহমদ, তিরমিযী ও ইবন মাজাহ)।

ইবাদত নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী করা দরকার। ইবাদতের হক আদায় করে নিজের মনের প্রফুল্লতা বজায় রেখে যতটুকু করা যায় ততটুকুই উত্তম। ইবাদতে বাড়াবাড়ি এক সময় বান্দাকে ইবাদতের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ও বিরক্ত করে তোলে। আর এই ধরনের বিরক্তিতে সবর করা মাকরুহ।

আনাস ইবনু মালিক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিন জনের একটি দল নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 'ইবাদাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীদের বাড়িতে আসল। যখন তাঁদেরকে এ সম্পর্কে জানানো হলো, তখন তারা 'ইবাদাতের পরিমাণ কম মনে করল এবং বলল, নবীসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-

এর সঙ্গে আমাদের তুলনা হতে পারে না। কারণ, তাঁর আগের ও পরের সকল গুনাহ ক্ষমা ক'রে দেয়া হয়েছে। এমন সময় তাদের মধ্য থেকে একজন বলল, আমি সারা জীবন রাতভর সালাত আদায় করতে থাকব। অপর একজন বলল, আমি সব সময় সওম পালন করব এবং কক্ষনো বাদ দিব না। অপরজন বলল, আমি নারী সংসর্গ ত্যাগ করব, কখনও বিয়ে করব না। এরপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের নিকট এলেন এবং বললেন, "তোমরা কি ঐ সব লোক যারা এমন এমন কথাবার্তা বলেছ? আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহ্কে তোমাদের চেয়ে বেশি ভয় করি এবং তোমাদের চেয়ে তাঁর প্রতি বেশি অনুগত অথচ আমি সওম পালন করি, আবার তা থেকে বিরতও থাকি। সালাত আদায় করি এবং নিদ্রা যাই ও মেয়েদেরকে বিয়েও করি। সুতরাং যারা আমার সুন্নাতের প্রতি বিরাগ পোষণ করবে, তারা আমার দলভুক্ত নয়। (মিসকাত – ৫০৬৩, মুসলিম-১৪০১, আহমাদ-১৩৫৩৪, বুখারি - আধুনিক প্রকাশনী ৪৬৯০, ইসলামিক ফাউন্ডেশন - ৪৬৯৩)।

৪। হারাম সবর

মুসলিমদের জীবন পদ্ধতি কেমন হবে তার একটা সীমা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত করা হয়েছে। আগের আলোচনায় আল্লাহর হুকুম মানতে গিয়ে সবর এখতিয়ার ওয়াজিব ছিল। ওয়াজিব সবরের বিপরীত হল হারাম সবর। যে সবর করা ইসলামি শরীয়তে নিষিদ্ধ তাকে হারাম সবর বলে। এ ধরনে সবরের কোনো বৈধতা ইসলাম অনুমোদন করে না। হারাম সবর দুই প্রকার

১। ইবাদতে হারাম সবর।

২। অসৎ কাজে হারাম সবর।

১। ইবাদতে হারাম সবর :

ফরজ কাজে সবর (বিরত) করা অনেক সময় হারাম হয়। যেমন, সময়মতো সালাত আদায় না করে, সবর করে (বিরত থেকে) এক ওয়াক্তের সালাত অন্য ওয়াক্ত আদায় করা। তেমনিভাবে সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ফরজ ইবাদাত নির্দিষ্ট সময় না করে অন্য সময় আদায় হারাম। রমজান মাসের সাওম সময় সুযোগ থাকার সত্ত্বেও সবর করে রমাজান মাস থেকে পিছিয়ে অন্য মাসে আদায় করা। হজ্জ ফরজ হওয়া স্বত্বেও বিনা কারণে হজ্জ আদায় না করে বছরের পর বছর সবর করা হারাম।

২। অসৎ কাজে হারাম সবর :

সৎ কাজ করা কখনো সহজ আবার কখন অনেক কষ্ট করে, সবর করে করতে হয়। ঠিক তেমনি অসৎ কাজ যেমন সহজে করা যায় আবার অনেক কষ্ট করে করতে হয়। এই অসৎ

কাজ বা আল্লাহর পক্ষ হারাম কৃত কাজ করতে গিয়ে সবর করা হারাম। সকল প্রকার নিষিদ্ধ কাজ সম্পাদনে সবর করা হারাম। সহজ কথায় হারাম কাজ সম্পাদনে সবর করাও হারাম।

৬) স্তরভেদে সবরকারির অবস্থান

১ম স্তরের সবর

এক শ্রেণীর উঁচু স্তরের মুমিন আছেন যারা বিপদে আনন্দিত হন। আল্লাহর ওলিদের পক্ষে এটা সম্ভব। খানসা رضيَ الله عنها ছিলেন আরবের প্রখ্যাত শোকগাঁথার কবি। তিনি তার যুদ্ধে নিহত ভাইয়ের জন্য শোকগাঁথা রচনা করে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তিনি যখন ইসলাম কবুল করলেন এবং ঈমানের আলোতে উদ্ভাসিত হলেন তখন তার প্রকৃতির মধ্যে পরিবর্তন আসলো। যেমন কাদিসিয়ার যুদ্ধে তিনি তার তিন সন্তানকে নিয়ে শরিক হলেন। তাদেরকে যুদ্ধে সম্মুখভাগে থেকে বীরত্ব প্রদর্শনের নসিহত করলেন। মায়ের নসীহত মান্য করে ছেলেরা যুদ্ধে বীরত্বের সাথে লড়াই করে তিনজনই শহীদ হয়ে গেলেন। এক ভাইয়ের জন্য যিনি প্রাণপাত করেছেন ঈমানের আলো তাকে হিম্মত দিয়েছে এমন যে তিনি ছেলেদের শাহাদাতের সংবাদ পেয়ে বললেন:

الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وأرجو من ربي أن يجمعني طبهم في مستقر رحمته

অর্থ: “সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি তাদের শাহাদাত দ্বারা আমাকে সম্মানিত করেছেন এবং আমি আশা করি আল্লাহ তা'আলা তাঁর দয়ার আশ্রয়ে তাদের সাথে আমাকে একত্রিত করবেন। “

অন্যদিকে আবুল আলী রাযী ফুদ্বায়ল ইবন আয়াদ্ব (র.) এর সাথে ত্রিশ বছর ছিলেন। এর মধ্যে কোনো একদিন তাকে অট্টহাসি বা মুচকি হাসি দিতে দেখেন নি । তবে একদিন তিনি হেসেছিলেন যেদিন তার পুত্র আলী মৃত্যুবরণ করেন এবং বলেন: إن الله عز وجل أحب أمرا فأحببت ما أحب الله অর্থ “আল্লাহ তা'আলা একটি পছন্দ করেছেন আমিও তাই পছন্দ করলাম যা আল্লাহ পছন্দ করেছেন। “

এটা কেবল আল্লাহর বিশেষ ওলিদের পক্ষেই সম্ভব। সবর মুমিন জীবনের নিত্য অনুষঙ্গ ।সবরের মাধ্যমেই মানুষের ঈমান কামিল হয়, সম্মান লাভ করে।

২য় স্তরের সবর

আরেক শ্রেণীর মানুষ আছেন যারা অত্যন্ত উঁচু পর্যায়ের মুমিন। বিপদ আপদের সময় তারা সন্তুষ্ট থাকেন। যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবী আবু তালহা رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর এক ছেলে খুব অসুস্থ ছিলেন। তিনি বাইরে থেকে ফিরে এসে জিজ্ঞেস করলেন

আমার ছেলে কি করছে? তার স্ত্রী উত্তর দিলেন অন্যদিনের থেকে ভালো আছে। তিনি তাঁর স্বামীকে উত্তম খাবার খাওয়ালেন এবং সেজেগুজে স্বামীকে সঙ্গ দিলেন,এক পর্যায়ে বললেন পাশের বাড়ির মালিক একটি জিনিস আমার থেকে নিয়েছিলেন এখন ফেরত আনার সময় তিনি কান্নাকাটি করছেন আর ফেরত দিতে চাচ্ছেন না। আবু তালহা رَضِیَ اللهُ عَنْهُবললেন- এ তো বড় অন্যায় কথা, এতে তো তাদের কোন অধিকার নাই। তখন তাঁর স্ত্রী বললেন-আপনার যে ছেলে ছিল আল্লাহ তাকে দিয়েছিলেন আর আল্লাহই তাকে ফিরিয়ে নিয়েছেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে পরদিন তারা হাজির হন। এক বর্ণনায় আছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলেন আমি উম্মে সুলাইম (আবু তালহা'র স্ত্রী)কে জান্নাতে হাটা-হাটি করতে দেখলাম।আমরা এতটুকু ধৈর্য যদি নাও ধরতে পারি তবু আমরা যেন অন্তত বিলাপ না করি যা করতে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করে গেছেন।

৩য় স্তরের সবর

উম্মুল মু'মিনিন হযরত উম্মে সালামা رَضِیَ اللهُ عَنْهَاবলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন যদি কোন বান্দা বিপদের সময় ধৈর্য ধরে নিচের দোআটি পড়ে তবে আল্লাহ তায়ালা তাকে তার বিপদ থেকে মুক্তি দেন এবং উত্তম প্রতিদান প্রদান করেন।

انا لله وانا اليه راجعون - اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها

“নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহ হতে আর আল্লাহর দিকেই আমার প্রত্যাবর্তন। আল্লাহ আপনি এই বিপদ থেকে আমাকে উদ্ধার করে নিন, আর আমাকে এরচেয়ে উত্তম কিছু প্রদান করেন। “

উম্মে সালামা رَضِیَ اللہ عَنْہاবলেন - আমার স্বামী আবু সালমা رَضِیَ اللہ عَنْہُমারা গেলেন। তখন আমি এই দু'আটি বারবার পড়লাম যেহেতু আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পড়তে নির্দেশ দিয়েছিলেন। আমি ভাবলাম আমার স্বামী (তাঁর স্বামী আবু সালামা ছিলেন প্রথম শ্রেণীর মুসলমান, মুহাজিরদের অর্ন্তভুক্ত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সর্বক্ষণের সঙ্গী) থেকে ভালো মুমীন তো আর দেখিনা। তাহলে তাঁর থেকে উত্তম প্রতিদান আর কী হতে পারে? কিন্তু আল্লাহ আমাকে উত্তম প্রতিদান দিলেন। কয়েকদিন পরেই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পক্ষ থেকে আমার কাছে বিবাহের পয়গাম আসে। (সহীহ মুসলিম)

যে কোন বিপদের সময় এই দুআ পড়ে ধৈর্য ধারণ করা উচিত তবে আল্লহর পক্ষ থেকে পূর্বের চেয়ে আরো দ্বিগুন প্রতিদান পাওয়া যাবে ।

৪র্থ স্তরের সবর

এক শ্রেণীর মানুষ আছেন যারা বিপদের সময় আল্লাহর উপর রাগ করে বসেন। কোন বিপদের সময় তারা বলে আমি তো এর যোগ্য ছিলাম না, আল্লাহ কেন আমাকে এতো পরীক্ষা করছেন? যদি কারো উপর কঠিন বিপদ আসে তবে এটা চিন্তা করা উচিত না যে আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন না। বরং এটা ভাবা উচিত যে তাকে পরীক্ষা করা হচ্ছে। বিপদ মানেই আল্লাহর গজব নয়। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুজাহানের সর্দার হয়েও অনেক বড় বড় দুঃখ-কষ্ট এবং বিপদের মুখোমুখি হয়েছেন। এজন্য হাদিস শরিফে এসেছে-
- ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية সে আমার দলভুক্ত নয় যে (বিপদগ্রস্ত হয়ে) গালে আঘাত করে, কাপড় ছিড়ে ফেলে, অথবা এমন কথা বলে যা জাহেলি যুগে বলা হতো [সহীহ - মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি ‘ বুখারি ও মুসলিম)]।

সুতরাং বিপদের সময় বলা যাবে না আমার কেউ নেই, আল্লাহ আমার থেকে সুখ কেড়ে নিয়েছেন ইত্যাদি। এসব জাহেলি যুগের কথা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরূপ বলতে নিষেধ করেছেন বরং উত্তম প্রতিদানের আশায় ধৈর্যধারণ করতে হবে ।

৭) সবর অবলম্বনের উত্তম সময়

সত্যিকারের জ্ঞানি প্রথম কষ্টেই ধৈর্য ধারণ করতে পারে। দুঃখ-কষ্টের প্রাথমিক অবস্থাতেই অধিক কষ্টের মাঝে ধৈর্যধারণ কিংবা প্রতিশোধ নেওয়ার যথেষ্ট সুযোগ থাকা সত্ত্বেও (ক্ষেত্রবিশেষে) মাফ করে দিয়ে ধৈর্যধারণ করা কিংবা গুনাহ করার উপযুক্ত সময়-সুযোগ থাকা সত্ত্বেও গুনাহ থেকে বেঁচে থেকে ধৈর্যধারণ করাই হচ্ছে ধৈর্যের প্রকৃত সময় । কারণ সবর তখনই অবলম্বন করা উচিত যখন পরিস্থিতি নিজেদের অনুকূলের বাইরে থাকে ।মহান রব বান্দার এই আত্মত্যাগটি ই দেখতে চান ।

হাদিসে এ প্রসঙ্গে এসেছে

আনাস ইবনু মালিক থেকে বর্ণিত-তিনি বলেন, একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় দেখলেন একজন মহিলা কবরের উপর অঝোরে কাঁদছে। তখন রাসুল বললেন-“'হে মহিলা! আল্লাহ-কে ভয় করো এবং তোমার কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ করো। উত্তরে সে মহিলা বললো, আপনি তো আর আমার মতো না (আমার মতো হলে বুঝতেন কষ্ট কাকে বলে!); তখন দয়ার নবি মুহাম্মাদে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাথে তর্কে লিপ্ত হলেন না। ক্ষণিকপরে মহিলাকে জনৈক ব্যক্তি বলল- (আরে!)এই ব্যক্তি তো নবি মুহাম্মাদে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতঃপর মহিলা মুহাম্মাদ-এর দরজা মুবারকের সামনে গেলেন, কিন্তু রাসুল-কে সেখানে পেলেন না। মহিলা বলতে লাগলো-'আমি অনেক বড় অন্যায় করে ফেলেছি; আমি তো নবিকে চিনতাম না।” তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে বললেন-'হে মহিলা, শোনো! কোনো

বিপদের ধৈর্যতো, প্রথম কষ্টের সময়েই হয়ে থাকে। “প্রথম অবস্থাতেই ধৈর্যধারণ করা হচ্ছে ধৈর্যধারণের আসল সময়” (সহিহ বুখারী- ১২৮৩)

আল্লামা কুরতুবি বলেন-

বুকে হাজারো কষ্ট সহ্য করে ধৈর্যধারণ করলে আল্লাহ ধৈর্যশীল ব্যক্তিকে অনেক সওয়াব দান করেন। প্রথম যখন কোনো বিষয় মাথার উপর চেপে বসে ঠিক তখনই ধৈর্যধারণ করা হলো আসল সময়। এরপরে তো এমনিতেই ধীরে-ধীরে কষ্ট লাঘব হয়ে যায়। তারপরে আর ধৈর্য ধরতে হয় না। এমনিতেই ধৈর্যধারণ করতে হয়। কারণ ধৈর্যধারণ করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। তাই বলা হয়-সত্যিকার জ্ঞানী প্রথম কষ্টেই ধৈর্য ধরতে পারে, আর মূর্খরা তা তিন দিন পরে করতে সক্ষম হয়। (তাফসীরে কুরতুবি (২/১৭৪)

৮) বিভিন্ন সৃষ্টিজীবের সবরের নমুনা

ফেরেশতাদের ধৈর্য:

ফেরেশতারা হল বহির্জাগতিক এবং অ-বস্তুগত অস্তিত্ব, যারা এই দুনিয়া এবং পরকালে মহান আল্লাহর আদেশ পালনের জন্য নিয়োজিত রয়েছেন।তারা মহান আল্লাহ এবং বস্তুজগতের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী, এবং তারা ঘটে যাওয়া প্রতিটি ঘটনায় ভূমিকা পালন করে, কিন্তু তারা কখনই আল্লাহর আদেশ অমান্য করে না:

لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ

তারা কোন বিষয়ে তাঁর অগ্রবর্তী হয় না এবং তারা তাঁর নির্দেশে সতত কর্মরত (সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ২৭)।

তারা মহান আল্লাহর জারি করা আদেশ অমান্য করে না কারণ তারা স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারী নয়:

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

আল্লাহ তাদের যা আদেশ করেন তা তারা অমান্য করে না এবং যা করতে আদিষ্ট হয় তা-ই করে (সূরা তাহরীম, আয়াত: ৬)।

সুতরাং কুরআনের আয়াতদ্বয়ের মাধ্যমে সহজে বোঝা যায় ফেরেশতাদের সৃষ্টি করা হয়েছে শুধুমাত্র মহান আল্লাহ সুবহানাতায়ালার ইবাদত করার উদ্দেশ্য । তাদের ভিতর এমন কোন ইন্দ্রিয়জাত অনুভূতি নেই যেটা তাদের ইচ্ছার বিপরীতে যায়। পাশাপাশি তাদের ফিতর এমন কোন ইচ্ছা শক্তি জন্ম নেই না যেটা তার ইচ্ছার সাথে প্রতিকূলে অবস্থান করে কারণ তারা স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারী নয় । এ কারণে মানুষের মত ফেরেস্তাকূলের সবরের প্রয়োজন হয় না । তারা সর্বদা মহান রবের আদেশ পালনে নিয়োজিত থাকেন ।

জিনদের ধৈর্য:

সুরা যারিয়াতে মহান আল্লাহ তাআলা মানুষ এবং জিন জাতিকে তার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন মর্মে ঘোষণা দেন। মহান আল্লাহ বলেন-

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

'আমার এবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি।' (সুরা যারিয়াত : আয়াত ৫৬)।

জ্বীনজাতির মধ্যে অবাধ্য হওয়ার প্রবণতা আছে । কারণ মহান রবের পক্ষ থেকে ইবলিসের উপর যখন আদম আলাইহি ওয়াসাল্লামে কে সিজদাহ করার হুকুম আদিষ্ট হয় তখন সে সেটি অহংকারবশত প্রত্যাখ্যান করেছিল । এ থেকে বোঝা যায় জ্বীন জাতি ও মানুষের মত বিভিন্ন প্রতিকূল মনস্তাত্বিক গুনাবলীর সমন্বয়ে গঠিত । আর মহান আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি পালনের ক্ষেত্রে তাকে সেগুলো সবরের মাধ্যমে মোকাবেলা করতে হয়। অন্যথায় পার্থিব জীবনের অবাধ্যতার ফলে তাদের ব্যাপারেও পবিত্র কোরআনে জাহান্নামের শাস্তির ঘোষণা এসেছে।

যেমনটি মহান আল্লাহ পাক বলেছেন: إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ ۗ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

তোমার পালনকর্তা যাদের উপর রহমত করেছেন, তারা ব্যতীত সবাই চিরদিন মতভেদ করতেই থাকবে এবং এজন্যই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আর তোমার আল্লাহর কথাই পূর্ণ হল যে, অবশ্যই আমি জাহান্নামকে জ্বিন ও মানুষ দ্বারা একযোগে ভর্তি করব। (সূরা হুদ - ১১৯)।

তাই জিনদেরকেও মানুষের মত ধৈর্যশীল হতে হয় , কারণ তারা মানুষের মতো তাদের কাজের জন্য দায়ী।

মানুষের সবর:

মহান আল্লাহর আনুগত্যের ব্যাপারে কে সবচেয়ে উত্তম এটি পরীক্ষা করার জন্য তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন ।

যেমন পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে : الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلً

যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন-কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ (সূরা মূলক - ০২)।

দুনিয়ার জীবনকে তিনি তার মুমিন বান্দার জন্য পরীক্ষার ক্ষেত্র স্বরূপ প্রস্তুত করেছেন। হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, হজরত রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'দুনিয়া মুমিনের জন্য কারাগার এবং কাফের ব্যক্তির জন্য জান্নাতের সমতুল্য।' সহিহ মুসলিম : ২৯৫৬। মানুষের আবেগ, ইচ্ছা ও চাহিদার বিপরীত বিধি-বিধান দিয়ে আল্লাহতায়ালা জগতের মানুষকে পরীক্ষা করেন। দ্বীনের যাবতীয় আদেশ-নিষেধ মানুষের প্রবৃত্তি বিরোধী।

কিন্তু সবরের মাধ্যমে মানুষকে তার প্রবৃত্তির সাথে যুদ্ধ করে দ্বীনের উপর অটল অবিচল থাকতে হয় । আল্লাহ বিপদ দিয়ে বান্দাকে পরীক্ষা করেন। আর বিপদ-আপদে সবর অবলম্বনকারিদের সুসংবাদ প্রদান প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তায়ালা আল্লাহ বলেন,

وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

এবং অবশ্যই আমি তোমাদিগকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও সবরকারীদের। (সূরা বাকারা -১৫৫) ।

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

যখন তারা বিপদে পতিত হয়, তখন বলে, নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তাঁরই সান্নিধ্যে ফিরে যাবো। (সুরা বাকারা - ১৫৬)।

أُولَـٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ

তারা সে সমস্ত লোক, যাদের প্রতি আল্লাহর অফুরন্ত অনুগ্রহ ও রহমত রয়েছে এবং এসব লোকই হেদায়েত প্রাপ্ত ।(সুরা বাকারা - ১৫৭)।

নিজের সব চাওয়া-পাওয়া, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, সুখ-আনন্দকে বিসর্জন দিয়ে জীবনের সব ক্ষেত্রে কেবলমাত্র মহান রবের নির্দেশ পালনের ক্ষেত্রে মুমিন বান্দাদের নানাবিধ ত্যাগ স্বীকার করতে হয় । ধৈর্যশীলতা ও সহনশীলতার মাধ্যমেই কেবল তা সম্ভব।

সবর অবলম্বনকারিগন দুনিয়াতে যেমন সম্মানিত হন অপরদিকে পরকালেও তারা অফুরন্ত নেয়ামত প্রাপ্ত হবেন। অতএব মানুষের পারলৌকিক জীবনে সাফল্যের চূড়া স্পর্শ করার জন্য ইহকালীন পরীক্ষাক্ষেত্রে সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হওয়া শর্ত । সেটির জন্য সবরের বিকল্প নেই।

৯) সবর ধারনের ক্ষেত্রসমূহ

ক) বালা মুসিবতের উপর সবর:

মুমিনদের জন্য বালা মসিবত মূলত একটি নেয়ামতস্বরুপ ।কারণ বালামসিবতের মাধ্যমে প্রকৃত মুমিন ও কাফের বা মুনাফিকদের বাছাই করা হয় ।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন:

وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ

" আর যাতে আল্লাহ্ মুমিনদেরকে পরিশোধন করতে পারেন এবং কাফেরদেরকে নিশ্চিহ্ন করতে পারেন।"[সূরা আলে ইমরান, আয়াত:১৪১]

মুমিন বান্দা একমাত্র রবের সন্তুষ্টির জন্য বালামসিবতের উপর ধৈর্যধারণকারণ । বালামসিবতের ভয়ে মুমিন পাঁপ কাজ থেকে নিজেকে সংযত রাখে। আর সবরের এর মাধ্যমে সে পরকালীন সফলতা অর্জন করে ।

ইবনুল কাইয়্যেম (রহ:) বলেন:
"যদি না আল্লাহ্ বান্দাকে বিপদমুসিবতের ঔষধ দিয়ে চিকিৎসা না করতেন তাহলে তারা সীমালঙ্ঘন করত, অবাধ্য হত ও ধৃষ্টতা দেখাতো । আল্লাহ্ যদি কোন বান্দার কল্যাণ চান তার অবস্থা অনুপাতে তাকে পরীক্ষার ঔষধ সেবন করান। এর মাধ্যমে তিনি তাকে ধ্বংসাত্মক রোগ-বালাই থেকে মুক্ত করেন। এক পর্যায়ে তিনি তাকে পরিশোধিত, নির্মল ও পরিশুদ্ধ করেন: দুনিয়ার সর্বোচ্চ মর্যাদা ও আখিরাতের সর্বোচ্চ সওয়াব দেয়ার জন্য তাকে প্রস্তুত করেন। সেই মর্যাদা হচ্ছে তাঁর দাসত্ব এবং সেই সওয়াব হচ্ছে তাঁর দর্শন ও তাঁর নৈকট্য।"[যাদুল মাআদ (৪/১৯৫)।

খ) প্রবৃত্তির অনুসরণ না করার উপর সবর:
প্রবৃত্তি তথা খেয়াল-খুশি ও লোভ-লালসা মানুষের জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত একটি বিষয়। না সে তার থেকে আলাদা হ'তে পারে, না তাকে পরিত্যাগ করতে পারে। মহান আল্লাহ মানুষকে প্রবৃত্তি ও লালসার তাড়না দিয়েই সৃষ্টি করেছেন। খেয়ালখুশির অনুসরণ ভাল কাজ থেকে বাধা প্রদানকারী এবং বুদ্ধি-বিবেক নাশকারী। কেননা খেয়ালখুশির অনুসরণ অসৎ চরিত্রের জন্ম দেয় এবং নানারকম মন্দ ও গর্হিত কাজ প্রকাশ করে। মানবতার পর্দা তাতে ছিদ্র হয়ে যায় এবং অসৎ কাজ ও পাপাচারের রাস্তা খুলে যায়।
এই খেয়াল-খুশি ফিতনা-ফাসাদের বাহন। আর দুনিয়া হল পরীক্ষা গৃহ। সুতরাং প্রবৃত্তির চাহিদাকে না মিটিয়ে বরং মহান তাতে ধৈর্যধারণ করে মহান রবের সন্তুষ্টি অর্জনই একমাত্র মুমিনের বৈশিষ্ট্য হতে হয় অন্যথায় তাকে মূল লক্ষ্য অর্জনের পথে মারাত্মক পদস্খলনের স্বীকার হতে হয় ।

শরী'আতের প্রমাণাদি দ্বিধাহীনভাবে প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে নিষেধ করেছে । যেমন পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

فَلاَ تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُواْ
"ন্যায়বিচার করতে তোমরা খেয়ালখুশির অনুসরণ করো না"(সূরা নিসা - ১৩৫)।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,
وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِآيَاتِنَا وَالَّذِيْنَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ بِالآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ
"হে রাসূল! তুমি ঐ সকল লোকের খেয়ালখুশির অনুসরণ করবে না যারা আমার আয়াত সমূহকে অস্বীকার করে, যারা পরকালে অবিশ্বাস করে এবং তারা অন্য কিছুকে তাদের মালিকের সমকক্ষ মনে করে' (আন'আম - ১৫০)।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:
قُل لاَّ أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذاً وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ

"হে রাসূল! তুমি বল, আমি তো তোমাদের খেয়ালখুশির অনুসরণ করি না। যদি আমি তা করি তাহলে আমি তখন অবশ্যই পথভ্রষ্ট হয়ে যাব এবং সত্যানুসারী দলের মাঝে থাকব না' (আন'আম - ৫৬)।

একজন সত্যবাদী মুসলিমের অবস্থাতো এটাই। তার মন সর্বদা তাকে এটা ওটা করতে হুকুম করবে আর সে বরাবর তা করতে অস্বীকার করবে এবং তার লালসার অপকারিতার শিকার হওয়া থেকে তাকে বিরত রাখবে। মন তাকে খেয়ালখুশির যেসব বিষয় লাভে উদ্বুদ্ধ করবে সেসব ক্ষেত্রে সে তার প্রতিপালকের মুখোমুখি দাঁড়ানোকে ভয় করবে। এমন মানুষ অবশ্যই ভাল প্রতিফল পাবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,
' وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى- '
আর যে ব্যক্তি তার মালিকের সামনে (হাশরের ময়দানে) দাঁড়ানোকে ভয় করে এবং (সেই ভয়ে নিজের) মনকে কামনা-বাসনা থেকে বিরত রাখে, অবশ্যই জান্নাত হবে তার ঠিকানা' (সূরা নাযি'আত - ৪০/৪১)।

সুতরাং খেয়াল-খুশি মনে উদয় হলেই সেটা অনুসরণ করা যাবে না বরং তা থেকে নিজেকে হেফাজত করতেই মূলত আল্লাহ তায়ালা বার বার কোরআনে নির্দেশ দিয়েছেন।

গ) রবের নিকট দুয়ার উপর সবর:
দুয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত ।দুয়া কবুলের ক্ষেত্রে ফলাফল লাভে তাড়াহুড়া না করে বরং সংযমতা অবলম্বন করা আদবের অন্তর্ভুক্ত । দুয়া কবুলের শর্তের মধ্যে সবর অবলম্বনকে একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত করা হয়েছে ।

যেমন রাসূল সা:   বলেন, “তোমাদের কারো দুয়া কবুল করা হয়, যতক্ষণ না সে তাড়াতাড়ি করে। বলে, ‘দুয়া করলাম কিন্তু কবুল হল না।” (বুখারী ১১/১৪০, মুসলিম ৪/২০৯৫)।

“বান্দার দুয়া কবুল হয়েই থাকে, যতক্ষণ সে কোন পাপের অথবা জ্ঞাতিবন্ধন ছিন্ন করার জন্য দুয়া না করে এবং (দোয়ার ফল লাভে) শীঘ্র না করে।” জিজ্ঞাসা করা হল, “হে আল্লাহর রসূল! শীঘ্রতা কেমন?’ বললেন, “এই বলা যে, দুয়া করলাম, আরো দুয়া করলাম। অথচ কবুল হতে দেখলাম না। ফলে সে তখন আক্ষেপ করে এবং দুয়া করাই ত্যাগ করে বসে।” (মুসলিম ৪/২০৯৬)

দোয়া করতে হবে দৃঢ় প্রত্যয়ে , স্থিরচিত্তে , দোয়া কবুল হবে এটা মহান আল্লাহর উপর শতভাগ তাওয়াক্কুল রাখতে হবে । তবেই বান্দা তাতে কল্যাণ প্রাপ্তি হবে ।

রাসূল সা: আরো বলেছেন :

“তোমরা আল্লাহর নিকট দুয়া কর কবুল হবে এই দৃঢ় প্রত্যয় রেখে। আর জেনে রেখো যে, আল্লাহ উদাসীন ও অন্যমনস্কের হৃদয় থেকে দুয়া মঞ্জুর করেন না।” (তিরমিযী ৫/৫১৭)

মোট কথা দুয়া করার সময় মনকে সজাগ রাখতে হবে, তার দুয়া কবুল হবে এই একিন ও সবর রাখতে হবে এবং কি চাওয়া হচ্ছে তাও জানতে হবে।

ঘ) কষ্টের সময় সবর:

দুঃখ-কষ্ট, বিপদাপদ, পাওয়া না-পাওয়া, সফলতা-ব্যর্থতা নিয়েই মানুষের জীবন। প্রকৃত সুখ ও সফলতার জায়গা দুনিয়া নয়, প্রকৃত সুখ ও সফলতার জায়গা হলো জান্নাত। যারা মহান আল্লাহর ওপর ঈমান আনে এবং সব ধরনের পরিস্থিতিতে তাঁর ওপর অগাধ বিশ্বাস রাখে, দুঃখ-কষ্ট, রোগ-ব্যাধি কিংবা শত্রুর অনিষ্ট—কিছুই তাদের ব্যর্থ করতে পারে না। কারণ তারা সব পরিস্থিতিতে মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় কামনা করে। আল্লাহর ওপর অগাধ বিশ্বাস রেখে ধৈর্য ধারণের কারণে প্রতিটি বিপদ তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে, তাদের জান্নাতকে সুসজ্জিত করে এবং তারা এও বিশ্বাস করে যে কষ্টের পরই সুখ আছে। কারণ পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

নিঃসন্দেহে কষ্টের সঙ্গেই স্বস্তি আছে।' (সুরা আল ইনশিরাহ - ৬)।

ঙ) তালিবে ইলমের জীবনে সবর:

ইলম অর্জন উচ্চ মর্যাদার বিষয়। তালিবে ইলমের জীবনে ধৈর্যধারণ করা হলো ধৈর্যের বড় ক্ষেত্র। ইলমে দ্বীন অর্জন করতে হলে বুকে থাকতে হবে ধৈর্যের পাহাড়, হতে হবে ইস্পাত লোহার মতো দৃঢ় ও শক্ত। অসীম দুঃখ-বেদনাকে বুকে লালন করেই হতে হবে অনেক বড়। ছুঁতে হবে ইলমের হিমালয়। পৌঁছতে হবে কাঙ্ক্ষিত মানযিলে। যদি বুকে এমন স্বপ্ন লালন না করা যায়, তাহলে ইলমের ভুবনে কখনোই পৌঁছা যাবে না, ফোটা যাবে না ইলমে নববির ফুটন্ত ফুল হয়ে।পরিশ্রমের সিঁড়ি না পেরিয়ে উচ্চ শিখরে পৌঁছা যায় না। **কবি আবু তাম্মাম নিজেকে সম্বোধন করে বলেন:** "ছেড়ে দে আমায়, আমি মর্যাদার শীর্ষে পৌঁছতে চাই।"
সাধারণত যেখানে সহজে পৌঁছানো যায় না কাঠিন্য পার করে কঠিন শিখরে পৌঁছতে হয়, সহজ স্তরে পৌঁছানো যায় সহজে। সস্তা পথে উচ্চ শিখরের নাগাল পাওয়া যায় না ।
অন্য এক কবি বলেন: "তুমি বৃদ্ধের গতিতে মর্যাদার পানে আগাচ্ছ। অথচ অন্যেরা কষ্টের চূড়ান্তে পৌঁছে লুঙ্গি ফেলে রেখে ছুটে চলছে। মর্যাদার লক্ষ্যপানে কঠিন পরিশ্রম করে তাদের অধিকাংশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।"
সুতরাং মর্যাদার নাগাল তারাই পায় যারা অধ্যবসায় চালিয়ে যায় ও ধৈর্য রাখে।

তাইতো খিজির আ: মুসা-কে ইলম শিক্ষা করতে হলে ধৈর্যধারণের বিষয়ে পূর্বে থেকেই সতর্ক করে দিয়েছিলেন। পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে-

قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا
অর্থ : তিনি (খিজি আ:) বললেন, আপনি আমার সাথে কিছুতেই ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবেন না। তাছাড়া যে বিষয় আপনার আওতাধীন নয়, তা দেখে আপনি কীভাবে ধৈর্যধারণ করবেন? (সূরা কাহাফ-৭৪)

উত্তরে মুসা আ: বললেন, জি আমি ধৈর্যধারণ করতে পারব। আমি হাজারো কষ্ট বুকে লালন করে আপনার থেকে ইলম শিখব। আমি একটুও অধৈর্য হবো না। আপনি আমাকে ইলম শিক্ষা দিন।
পবিত্র কুরআনুল কারিমে আরও ইরশাদ হয়েছে-
قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا.

অর্থ : অতঃপর সে (মুসা) বললো, আল্লাহ চাহেন তো আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন এবং আমি আপনার কোনো আদেশ অমান্য করবো না।(সূরা কাহাফ-৭৫)

তবে শেষ পর্যন্ত মূসা আ: ধৈর্যর উপর অবিচল থাকতে না পারার কারনে স্বল্প সময়ের মাঝেই খিজির আ: এর সাথে ইলম অর্জনের যাত্রায় বিচ্যুত হয়ে পড়েন । সুতরাং ইলম অর্জনের জন্য তালিবে ইলমের ধৈর্য নামক গুনাবলির অত্যাবশ্যকিয় প্রয়োজনীয়তা উক্ত আয়াতদ্বয় থেকে সহজে বোঝা যায়।
অতএব ত্বালিবে ইলমের জীবনে সফলতার জন্য ধৈর্য ও অধ্যবসায়ী হওয়া অতীব জরুরী। অন্যথায় ইলমের মত মহামূল্যবান রত্নভাণ্ডার থেকে সে মাহরুম হয়ে যেতে পারে ।

চ) ব্যক্তি জীবনে সবরের গুরুত্ব:

- **জীবনের প্রাত্যহিক সমস্যা মোকাবেলায় :**

আমরা সকলেই জীবনে পরীক্ষার মুখোমুখি হই, তা আর্থিক সমস্যা, স্বাস্থ্য সমস্যা বা সম্পর্কের লড়াই হোক। ধৈর্যের সাথে, আমরা এই চ্যালেঞ্জগুলি আরও ভালভাবে কাটিয়ে উঠতে পারি। ধৈর্যশীল হওয়া আমাদেরকে তাড়াহুড়ো বা অতিরিক্ত আবেগ ছাড়াই সমস্যা মোকাবেলায় বিজ্ঞ পদক্ষেপ নিতে সাহায্য করে।

- **সামাজিক সম্পর্ক উন্নয়ন :**

ধৈর্য আমাদের সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দৈনন্দিন জীবনে, আমদের বিভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ড এবং মতামত আছে এমন বিভিন্ন লোকের সাথে আমাদের যোগাযোগ রাখতে হয়। ধৈর্য ধরে আমরা আমাদের চারপাশের লোকদের সাথে সু-সম্পর্ক বজায় রাখতে পারি, একটি শান্তিপূর্ণ এবং সম্মানজনক পরিবেশ তৈরি করতে পারি।

- **আত্মনিয়ন্ত্রণ :**

ধৈর্য আমাদের নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। আমরা যখন রাগান্বিত বা হতাশ বোধ করি, ধৈর্য আমাদেরকে আমাদের ক্রিয়াকলাপের প্রতি চিন্তাভাবনা করতে এবং নিজেদের এবং অন্যদের প্রতি আবেগপ্রবণ বা ক্ষতিকর আচরণ এড়াতে শেখায়।

ধৈর্যশীল হওয়া আমাদের দুর্বলতাগুলিকে প্রতিফলিত করার এবং সেগুলো উন্নত করার জন্য আমাদের সময় দেয়। এটি নিজেদেরকে বিকশিত করার এবং আরও ভাল ব্যক্তি হওয়ার সুযোগ করে দেয় ।

ছ) আত্মীয়তার সম্পর্কের ক্ষেত্রে সবরের গুরুত্ব:

আত্মীয়তার সম্পর্কের ক্ষেত্রে সবরের বিকল্প নেই ।যেমন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

لا يَدْخُلُ الْـجَنَّةَ قَاطِعٌ

আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী জান্নাতে যাবে না" (সহিহ মুসলিম - ২৫৫৬) ।

কেউ আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করলে আল্লাহ তা'আলাও তার সাথে নিজ সম্পর্ক ছিন্ন করেন। আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

انَّ اللهَ تَعَالَى خَلَقَ الْـخَلْقَ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ خَلْقِهِ قَالَتِ الرَّحِمُ: هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيْعَةِ، قَالَ: نَعَمْ، أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ: بَلَى يَا رَبِّ! قَالَ: فَهُوَ لَكِ

"আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিকুল সৃজন শেষে আত্মীয়তার বন্ধন বললেন, এটিই হচ্ছে সম্পর্ক বিচ্ছিন্নতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনাকারীর স্থান। আল্লাহ তা'আলা বললেন, হ্যাঁ, ঠিকই। তুমি কি এ কথায় সন্তুষ্ট নও যে, আমি ওর সঙ্গেই সম্পর্ক স্থাপন করবো যে তোমার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করবে এবং আমি ওর সাথেই সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করবো যে তোমার সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করবে। তখন সে বললো: আমি এ কথায় অবশ্যই রাজি আছি হে আমার রব! তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন, তা হলে তোমার জন্য তাই হোক" (সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৪৮৩০)।

কেউ কেউ মনে করেন, আত্মীয়-স্বজনরা তার সাথে দুর্ব্যবহার করলে তাদের সাথে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা জায়েয। মূলত ব্যাপারটি তেমন নয়। বরং আত্মীয়রা কারোর সাথে দুর্ব্যবহার করার পরও সে ও যদি তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করে তখনই সেই ব্যক্তি তাদের সাথে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করেছেন বলে প্রমাণিত হবে। যেটা আমরা নিম্নোক্ত হাদিস থেকে বুঝতে পারি । "নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْـمُكَافِئِ، وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِيْ إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا

"সে ব্যক্তি আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী হিসেবে গণ্য হবে না যে কেউ তার সাথে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করলেই সে তার সাথে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে। বরং আত্মীয়তার বন্ধন

রক্ষাকারী সে ব্যক্তি যে কেউ তার সাথে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করলেও সে তার সাথে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে” (সহিহ বুখারী - ৫৯৯১)।

অপর এক হাদিসে এসেছে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারীর সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা সর্বশ্রেষ্ঠ আমল। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

افْضَلُ الصَّدَقَةِ الصَّدَقَةُ عَلَى ذِيْ الرَّحِمِ الْكَاشِحِ

“সর্বশ্রেষ্ঠ সদকা হচ্ছে আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে যে আপনার শত্রু তার ওপর সদকা করা” (বায়হাকী ১৩০০২) ।

সুতরাং আত্মীয়তার ক্ষেত্রে সবর অবলম্বন যদিও কঠিন তবে এর গুরুত্ব অনেক বেশি । এটি ছাড়া প্রকৃত মুমিন হওয়া অসম্ভব ।

জ) প্রতিবেশীর সাথে সবর:

ইমানের দাবি হলো, প্রতিবেশীর সঙ্গে উত্তম আচরণ করা এবং তার সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা। প্রতিবেশীর সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ করা মুমিনের পরিচয় নয়।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ইমান রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীর সঙ্গে সদ্ব্যবহার করে (বুখারি -৫৬৭৩)।

প্রতিবেশীর ব্যাপারে রাসুল (সা.)–কে জিবরাইল (আ.) বারবার তাগিদ দিতেন। রাসুল (সা.) বলেন, ‘জিবরাইল (আ.) এসে আমাকে প্রতিবেশীর ব্যাপারে অবিরত উপদেশ দিতে থাকতেন। এমনকি মনে হতো যে সম্ভবত তিনি প্রতিবেশীকেই উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেবেন (বুখারি – ৬০১৪) ।রাসূল সা: নিয়মিত প্রতিবেশীর খোঁজখবর রাখতেন ।

রাসুলুল্লাহ (সা.) প্রতিবেশীর সঙ্গে খারাপ ব্যবহারকারী মুমিন নয় বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, ‘আল্লাহর কসম! সে ব্যক্তি মুমিন নয়। আল্লাহর কসম! সে ব্যক্তি মুমিন নয়। আল্লাহর কসম! সে ব্যক্তি মুমিন নয়। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসুল (সা.)! কে সে ব্যক্তি? তিনি বলেন, ‘যে লোকের অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ থাকে না।’ (বুখারি, হাদিস : ৬০১৬)।

সমাজের মানুষ যেমন পরস্পরের প্রতিবেশী, তেমনি তারা একে অপরের সহযোগীও বটে। তারা পরস্পরের বিপদে-আপদে এগিয়ে আসে। কিন্তু তাদের সঙ্গে যদি দুর্ব্যবহার করা হয় তাহলে তারা বিপদে এগিয়ে আসবে না।

প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া হলে পরকালে জান্নাত থেকে বঞ্চিত হতে হবে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'যার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ নয়, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।' (মুসলিম, হাদিস : ৭৬)

প্রতিবেশীর সঙ্গে অসদাচরণকারী জাহান্নামে প্রবেশ করবে বলে নবি করিম (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বলা হলো, হে আল্লাহর রাসুল (সা.)! অমুক নারী রাতে সালাত আদায় করে, দিনে সিয়াম পালন করে, ভালো কাজ করে, দান-খয়রাত করে এবং নিজ প্রতিবেশীকে জিহ্বার দ্বারা কষ্ট দেয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, তার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই, সে জাহান্নামি। আবার সাহাবিরা বলেন, অমুক নারী ফরজ সালাত আদায় করে, বস্ত্র দান করে এবং কাউকে কষ্ট দেয় না। তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, সে জান্নাতি। (মুসনাদ আহমাদ – ৯৬৭৩)

উপরোক্ত হাদিসদ্বয় এটাই প্রমাণ করে প্রতিবেশীর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে ধৈর্য ধরা মুমিনের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদত অন্যথায় তাকে পরকালে কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে । প্রতিবেশী যে ধর্মের হোন না কেন সে উত্তম আচরণ পাওয়ার অধিকার।

১০) সবরের শক্তি

ধৈর্য মানুষের অভ্যন্তরীণ শক্তিশালী গুনাবলি এবং এটির ব্যক্তি জীবনকে পরিবর্তন করার আশ্চর্য ক্ষমতা রয়েছে, তাকে হতাশার গভীরতা থেকে সাফল্য এবং সন্তুষ্টির উচ্চতায় নিয়ে যায়। যখন কেউ নিজেকে হতাশার সর্বনিম্ন স্তরে খুঁজে পায় , অসুবিধা এবং কষ্ট দ্বারা বেষ্টিত থাকে ধৈর্য তার পথপ্রদর্শক হয় ও আলো হয়ে ওঠে। ধৈর্য মানুষকে অন্ধকারময় কঠিন মুহূর্তগুলি সহ্য করার শক্তি দেয় এবং সামনের ভালো সময়ের প্রত্যাশায় মানুষের মাঝে স্থিতিস্থাপকতা তৈরি করে। ধৈর্যের সাথে মানুষ আল্লাহর অলৌকিক পরিকল্পনার উপর আস্থা রাখতে শেখে, বুঝতে পারে যে প্রতিটি পরীক্ষা একেকটি সফলতা অর্জনের সুযোগ। ধৈর্য মানুষকে অধ্যবসায় চালিয়ে যেতে সক্ষম করে এমনকি যখন পথটি অসম্ভব কঠিন বলে মনে হয় তখন এটি মানুষকে কৃতজ্ঞতা, নম্রতা এবং আত্ম-প্রতিফলনের মূল্যবান পাঠ শেখায়। ধৈর্যের অনুশীলন করার সাথে সাথে তারা ধৈর্যশীলগণ জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন দেখতে শুরু করে। বিশ্বাস গভীর হয়, সম্পর্ক বিকাশ লাভ করে এবং সুযোগ তৈরি হয়। ধৈর্য তাদের গোপন অস্ত্র হয়ে ওঠে, যা তাদেরকে করুণা ও মর্যাদার সাথে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে সক্ষম করে। এটি তাদের বিপত্তি কাটিয়ে উঠতে, ব্যর্থতা থেকে শিখতে এবং পরিস্থিতির উপরে উঠতে সক্ষম করে তোলে । প্রতিটি ধৈর্যের সাথে ধৈর্যশীলদের চরিত্র আরও সুদৃঢ় হয়, তাদের সংকল্প শক্তিশালী হয় এবং জীবনের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হয়। ধাপে

ধাপে সাফল্যের সিঁড়িতে আরোহণ করে, এই দৃঢ় বিশ্বাস দ্বারা চালিত হয় যে ধৈর্যই তাদের পূর্ণ সম্ভাবনা প্রকাশের চাবিকাঠি। অবশেষে ধৈর্যের শক্তির মাধ্যমে সবরকারিগণ অনুপ্রেরণার আলোকবর্তিকা হিসাবে আবির্ভূত হন ।

১১) ইসলামে সবরের গুরুত্ব

সবর ইসলামের আলোকে মুমিনের জন্য সবচেয়ে বড় একটি শক্তি। এটি এমন একটি আশ্চর্যজনক গুণ যা মুসলিমদের শক্তি, স্থিতিস্থাপকতা এবং অটল বিশ্বাসের সাথে জীবনের উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে যেতে সাহায্য করে। আমাদের পরিবার, কর্মক্ষেত্র বা আধ্যাত্মিক জীবনে ধৈর্য সাফল্য এবং সন্তুষ্টি অর্জনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সবর হল একটি প্রশংসনীয় গুণ যা মুমিমনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সাথে সংযোগ স্থাপন করতে, সত্যের উপর কথা বলতে এবং কাজ করতে এবং কষ্টের মধ্য দিয়ে শক্তির সাথে চলতে সাহায্য করে।ধৈর্যের গুরুত্ব প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে সবর শব্দটি একাধিক বার এসেছে।

কুরআন বলা হয়েছে :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

“হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা ধৈর্য ও প্রার্থনার মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর । নিশ্চই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।

এই আয়াতটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে আমরা যখন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হই আশা হারানোর পরিবর্তে আমাদের ধৈর্য এবং দোয়ার উপর নির্ভর করা উচিত কারণ সর্বশক্তিমান আল্লহ সর্বদা আমাদের কে সাহায্য করার জন্য আমাদের পাশে উপস্থিত আছেন ।

সূরা আল-আসরে মহান আল্লাহ তায়ালা বলেছেন

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

"তারা ব্যতীত যারা বিশ্বাস করে এবং সৎকাজ করে এবং একে অপরকে সত্যের নির্দেশ দেয় এবং একে অপরকে ধৈর্যের নির্দেশ দেয়” (সূরা আসর-৩)।

ধৈর্য সেই অদৃশ্য বন্ধন এটি আমাদের একে অপরকে বুঝতে, ভুলগুলি ক্ষমা করতে এবং ভালবাসা এবং সমর্থনের পরিবেশ তৈরি করতে সহায়তা করে।যারা ধৈর্য ধারণ করে, তাদেরকে আল্লাহ তাআলা বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। জটিল থেকে জটিল অবস্থায় সহজ পথ দেখান। এবং জীবনের নানা ধাপে তাদেরকে সফলতা দান করেন। তিনি পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেন :

الَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالُوْٓا اِنَّا لِلهِ وَ اِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ، اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ.

"যারা তাদের কোনো মুসিবত দেখা দিলে বলে ওঠে, আমরা সকলে আল্লাহরই জন্য এবং আমাদেরকে তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে। এরাই তারা, যাদের প্রতি তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে বিশেষ করুণা ও দয়া রয়েছে এবং এরাই আছে হেদায়েতের ওপর(সূরা বাকারা ১৫৬/১৫৭)।

আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজিদে ধৈর্যধারণ কারিদের পুরস্কার ঘোষণা করেছেন:

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَ مَا عِنْدَ اللهِ بَاقٍ وَ لَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْٓا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

তোমাদের কাছে যা কিছু আছে তা নিঃশেষ হয়ে যাবে। আর আল্লাহর কাছে যা আছে তা স্থায়ী। যারা সবর করে আমি তাদের উৎকৃষ্ট কাজ অনুযায়ী অবশ্যই তাদেরকে প্রতিদান দেব। (সূরা নাহল - ৯৬) ।

মহান আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন

وَ الَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّ عَلَانِيَةً وَّ يَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَي الدَّارِ، جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَ اَزْوَاجِهِمْ وَ ذُرِّيّٰتِهِمْ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ، سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَي الدَّارِ.

এবং তারা সেইসকল লোক, যারা নিজ প্রতিপালকের সন্তুষ্টিবিধানের উদ্দেশ্যে সবর অবলম্বন করেছে, নামাজ কায়েম করেছে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং তারা দুর্ব্যবহারকে প্রতিরোধ করে সদ্ব্যবহার দ্বারা। প্রকৃত নিবাসে উৎকৃষ্ট পরিণাম তাদেরই জন্য। (অর্থাৎ) স্থায়ীভাবে অবস্থানের সেই উদ্যানসমূহ, যার ভেতর তারা নিজেরাও প্রবেশ করবে এবং তাদের বাপ-দাদাগণ, স্ত্রীগণ ও সন্তানদের মধ্যে যারা নেককার হবে তারাও। আর (তাদের অভ্যর্থনার জন্য) ফেরেশতাগণ তাদের নিকট প্রত্যেক দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। আর বলতে থাকবে তোমরা দুনিয়ায় যে সবর অবলম্বন করেছিলে তার বদৌলতে এখন তোমাদের প্রতি কেবল শান্তিই বর্ষিত হবে এবং তোমাদের প্রকৃত নিবাসে এটা কতইনা উৎকৃষ্ট পরিণাম। (সূরা রা'দ - ২২/২৫)

প্রিয় নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন: "যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করে, আল্লাহ তাকে ধৈর্য দান করবেন। ধৈর্যের চেয়ে উত্তম ও বড় নিয়ামত কাউকে দেওয়া হয়নি।" (সহিহ আল-বুখারি)। ধৈর্য আমাদের পেশাগত জীবন পরিবর্তন করে। এটি আমাদের কঠিন সময়ে শক্তিশালী থাকতে, বাধা অতিক্রম করতে এবং শেষ পর্যন্ত সফল হতে সক্ষম করে। ধৈর্যের সাথে মহান আল্লহর পরিকল্পনার উপর আস্থা রেখে এগিয়ে যায়।

ধৈর্য ইসলামে একটি অমূল্য গুণ এবং এর অলৌকিক ক্ষমতা রয়েছে। এটি একটি শক্তিশালী ঔষধের মতো যা আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অদম্য মানসিক শক্তি দেয়।

এটা আমাদের ইহকালীন ও পরকালীন সাফল্য অর্জন করতে এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করে। তাই জীবনের পদে পদে আমরা যে প্রতিবন্ধকতার শিকার হই তার মোকাবিলায় ধৈর্যের বিকল্প নেই। কারণ ধৈর্য এমন একটি আলো যা মুমিনের সাফল্য ও বিজয়ে পরিপূর্ণ জীবনের দিকে পরিচালিত করে।

১২) আল্লাহ তায়ালার সবর নামের তাৎপর্য

আস-সাবূর (অত্যধিক ধৈর্যধারণকারী) নামটি সহিহ হাদিসে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী থেকে নেওয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لَا أَحَدَ أَصْبَرُ عَلَى أَذًى يَسْمَعُهُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، إِنَّهُ يُشْرَكُ بِهِ، وَيُجْعَلُ لَهُ الْوَلَدُ، ثُمَّ هُوَ يُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ».

"কষ্টদায়ক কোন কথা শ্রবণ করার পর আল্লাহ তা'আলা থেকে অধিক ধৈর্যশীল আর কেউ নেই। মানুষ আল্লাহর সঙ্গে শরিক করে এবং তাঁর জন্য সন্তান সাব্যস্ত করে; এরপরও তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন এবং তাদেরকে রিযিক দেন।"(সহিহ মুসলিম ৪/২১৬৭)

অন্য সহিহ হাদিসে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

«كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، أَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ أَنْ يَقُولَ: إِنِّي لَنْ أُعِيدَهُ كَمَا بَدَأْتُهُ، وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ أَنْ يَقُولَ: اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، وَأَنَا الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ».

"আদম সন্তান আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছেন; অথচ এরূপ করা তার জন্য উচিত হয় নি। সে আমাকে গালি দিয়েছে; অথচ এমন করা তার পক্ষে সমীচীন হয় নি। আমার প্রতি তার মিথ্যা আরোপ করার মানে হচ্ছে এই যে, সে বলে, আমি পুনর্জীবিত করতে সক্ষম নই যেমনিভাবে আমি তাকে প্রথমে সৃষ্টি করেছি। আমাকে তার গালি দেয়া হচ্ছে এই যে, সে বলে, আল্লাহ তা'আলা সন্তান গ্রহণ করেছেন; অথচ আমি কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। আমি এমন এক সত্তা যে, আমি কাউকে জন্ম দেইনি, আমাকেও জন্ম দেয়নি এবং আমার সমকক্ষও কেউ নেই।" (সহিহ বুখারি ৪৯৭৫)

আল্লাহ তা'আলা বাধ্য ও অবাধ্য সকলকেই রিযিক দান করেন। আল্লাহর অবাধ্যরা যদিও তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে রত, তাঁকে মিথ্যারোপ করে, তাঁর রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তাঁর দ্বীনকে ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে চায়; অথচ তিনি তাদের এসব অবাধ্য কথা ও কাজের উপর ধৈর্যধারণ করেন, তাদের এসব অবাধ্য কাজ সহ্য করেন। তারা অকল্যাণ কাজ একটার পরে

একটা করতে থাকে; অথচ তিনি তাদেরকে তাঁর নি'আমত ধারাবাহিক ভাবে দিতে থাকেন। তাঁর ধৈর্য পরিপূর্ণ ধৈর্য; কেননা তাঁর ধৈর্য তাঁর পূর্ণ কুদরতের ও তিনি সৃষ্টিকুল থেকে সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী এবং তাঁর রহমত ও ইহসান পরিপূর্ণ। (আল-হাক্কুল ওয়াদিহ আল-মুবীন, পৃ. ৫৭-৫৮; তাওদীহুল কাফিয়া আশ-শাফিয়া, পৃ. ১২১; ফাতাওয়া আস-সা'দিয়্যাহ, পৃ. ২৯)

"হে আদম সন্তান! তুমি বড়ই অদ্ভুত। আমি তোমাকে সৃষ্টি করেছি অথচ তুমি আমাকে বাদ দিয়ে অন্যের ইবাদত কর এবং আমি তোমাকে রিযিক দিলাম অথচ তুমি আমাকে বাদ দিয়ে অন্যের প্রশংসা কর। তোমাকে আমি নেয়ামত দিয়ে তোমার প্রতি আমার ভালোবাসার প্রকাশ ঘটাই অথচ তোমার নিকট আমার কোন প্রয়োজন নেই। তুমি পাপ করে আমার অবাধ্যচারিতা করছ অথচ তুমি আমার নিকট ফকীর, অভাবী ও মুখাপেক্ষী! আমার কল্যাণ তোমার নিকট অবতীর্ণ হচ্ছে অথচ তোমার পাপ ও মন্দকার্য আমার দিকে উঠে আসছে।"(কিতাবুয যুহদ)

সুতরাং মহান দয়াময় রব যার ধৈর্যের অনুরূপ কারো ধৈর্য নেই, যিনি ধৈর্যশীলদেরকে ভালোবাসেন এবং তাদেরকে প্রত্যেক কাজে সাহায্য করেন।

১৩) আল কুরআনের আলোকে সবরের গুরুত্ব ও তাঁৎপর্য

পবিত্র কুরআন মাজিদে বহু জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপটে ধৈর্যের কথা এসেছে । ধৈর্য মুমিনের এমন একটি অত্যবশ্যকিয় গুনাবলি যেটি ছাড়া ইহকালীন জীবন যেমন কঠিন হয় যায় তদ্রূপ পরকালীন সফলতা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে ।
তাই মহান আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের কে গুরুত্বপূর্ণ রিমাইন্ডার হিসেবে , সান্ত্বনা দান প্রসঙ্গে , গুরুত্ব ও ফযীলত বোঝাতে বারবার সবর শব্দটিকে বিভিন্ন আয়াতে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে আলোচনা করেছেন ।

১) আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ধৈর্য ধারণ করতে হুকুম দিয়েছেন।
আল্লাহ তাআলা বলেন:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
হে ঈমানদানগণ! ধৈর্য ধারণ কর এবং মোকাবেলায় দৃঢ়তা অবলম্বন কর। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ২০০) ।

২) ঈমানদার সকল প্রকার বিপদ-আপদকে আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা হিসাবে গ্রহণ করবে। আর এতে ধৈর্য ধারণ করলে আল্লাহর পক্ষ থেকে থাকবে শুভ সংবাদ।

আল্লাহ তাআলা বলেন:
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِيالبقرة

অর্থ: "আমি তোমাদেরকে কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা অবশ্যই পরীক্ষা করব। আর তুমি শুভ সংবাদ দাও ধৈর্যশীলদের।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৫৫)

৩) আল্লাহ ধৈর্যশীলদের পুরস্কার ও প্রতিদান দেবেন বিনা হিসাবে।
আল্লাহ তাআলা বলেন:
إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ
অর্থ: নিশ্চয় ধৈর্যশীলদের অপরিমিত পুরস্কার দেয়া হবে।" (সূরা যুমার - ১০)

৪) ধৈর্য ও ক্ষমাকে আল্লাহ দৃঢ় সংকল্পের কাজ বলে প্রশংসা করেছেন।
আল্লাহ তাআলা বলেন:
وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُور
"অবশ্য যে ধৈর্য ধারণ করে এবং ক্ষমা করে দেয়, নিশ্চয় এটা দৃঢ় সংকল্পেরই কাজ।" সূরা আশ-শুরা ৪৩)

৫) আল্লাহ তাআলা বিপদ-আপদে ধৈর্য ধারণ ও সালাতের মাধ্যমে তারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে নির্দেশ দিয়েছেন।
আল্লাহ তাআলা বলেন:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ
হে ঈমানদারগণ! ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে তোমরা সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।" (সূরা আল-বাকারা ১৫৩)

৬) আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন বিপদ-আপদ, বালা-মুসিবত, সমস্যা-সংকট দিয়ে পরীক্ষা করে প্রকাশ্যে প্রমাণ করতে চান যে, কে আল্লাহর পথে জিহাদ করতে প্রস্তুত আর কে ধৈর্য ধারণ করতে পারে।আল্লাহ তাআলা বলেন:
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُم
"আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করব, যতক্ষণ না আমি জেনে নেই তোমাদের মধ্যে জিহাদকারী ও ধৈর্যশীলদেরকে এবং আমি তোমাদের ব্যাপারে পরীক্ষা করি।" (সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত: ৩১)

৭) পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে ধৈর্যশীল ব্যক্তির পুরস্কার দ্বিগুণ দেওয়া হবে :

আল্লাহ তায়ালা বলেন:
أُولَـٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا
অর্থ: যারা ধৈর্য ধারণ করার জন্য তাদের প্রতিদান দুইবার দেওয়া হবে। (আল-কাসাস - ৫৪)

৯) ধৈর্যশীলগনের আল্লাহর নৈকট্য লাভের সুযোগ মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন :
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ
হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চিতই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন। (সূরা বাকারা – ১৫৩)

১০) ধৈর্য ও আল্লাহর সাহায্যের মাধ্যমে শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় আসে ।
আল্লাহ তায়ালা বলেন,
بَلَىٰ ۚ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَـٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ
অবশ্য তোমরা যদি সবর কর এবং বিরত থাক আর তারা যদি তখনই তোমাদের উপর চড়াও হয়, তাহলে তোমাদের পালনকর্তা চিহ্নিত ঘোড়ার উপর পাঁচ হাজার ফেরেশতা তোমাদের সাহায্যে পাঠাতে পারেন (আল ইমরান : ১২৫)।

১১) আল্লাহ মজলুমের প্রতি কোনো অন্যায়ের জন্য ন্যায়সংগত শাস্তি প্রয়োগ করার অনুমতি দিয়েছেন কিন্তু তিনি শপথ করেছেন যে ধৈর্যই শ্রেষ্ঠ।
মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন :
وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ ۖ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ
অর্থ:আর যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তবে ঐ পরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করবে, যে পরিমাণ তোমাদেরকে কষ্ট দেয়া হয়। যদি সবর কর, তবে তা সবরকারীদের জন্যে উত্তম (আন-নাহল ১২৬)।

১২) ধৈর্য এবং ভাল কাজের দ্বারা ক্ষমা এবং মহান পুরস্কার নির্ধারিত হয়:
আল্লাহ তায়ালা বলেন,
إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَـٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ
তবে যারা ধৈর্যধারণ করেছে এবং সৎকার্য করেছে তাদের জন্য ক্ষমা ও বিরাট প্রতিদান রয়েছে (সূরা হুদ -১১) ।

১৩) ধৈর্যধারণ করলে শত্রুরাও কোন ক্ষতি করতে পারবে না
মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন

وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا

যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে তাদের প্রতারণায় তোমাদের কোনোই ক্ষতি হবে না (সূরা আলে ইমরান -১২০)।

১৪) জান্নাতিদের বাছাইয়ের অন্যতম ধাপ ধৈর্যের মাধ্যমে পরীক্ষা করা
اَمۡ حَسِبۡتُمۡ اَنۡ تَدۡخُلُوا الۡجَنَّۃَ وَ لَمَّا یَعۡلَمِ اللّٰہُ الَّذِیۡنَ جٰہَدُوۡا مِنۡکُمۡ وَ یَعۡلَمَ الصّٰبِرِیۡنَ
তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ আল্লাহ এখনো জানেননি তাদেরকে যারা তোমাদের মধ্য থেকে জিহাদ করেছে এবং জানেননি ধৈর্যশীলদেরকে (সূরা আলে ইমরান - ১৪২)

১৫) মুমিনদের পার্থিব ধন সম্পদ , জনসম্পদ ও কটুকথা দিয়ে পরীক্ষা করা হবে তবে ধৈর্যধারণ কারিদের জন্য রয়েছে প্রশংসা। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন
لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا ۚ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ
অবশ্য ধন-সম্পদে এবং জনসম্পদে তোমাদের পরীক্ষা হবে এবং অবশ্য তোমরা শুনবে পূর্ববর্তী আহলে কিতাবদের কাছে এবং মুশরিকদের কাছে বহু অশোভন উক্তি। আর যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং পরহেজগারি অবলম্বন কর, তবে তা হবে একান্ত সৎসাহসের ব্যাপার (সূরা আলে ইমরান – ১৮৬) ।

১৬) স্বজাতিয়রা যখন নবি রাসুলদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে মহান আল্লাহ তায়ালা তাদের কে বিজয়ের সুসংবাদ দিয়ে ধৈর্যধারণের উপদেশ দিয়েছেন ।
যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন
وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ۚ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ
আপনার পূর্ববর্তী অনেক পয়গম্বরকে মিথ্যা বলা হয়েছে। তাঁরা এতে সবর করেছেন। তাদের কাছে আমার সাহায্য পৌঁছে পর্যন্ত তারা নির্যাতিত হয়েছেন। আল্লাহর বানী কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। আপনার কাছে পয়গম্বরদের কিছু কাহিনি পৌঁছেছে (সূরা আনআম – ৩৪) ।

১৭) তাগুত শত্রুর শাস্তিতে ধৈর্য ধরা (ভয়ে কুফরিতে ফিরে না যাওয়া) এবং হক ও ঈমানের উপর সুদৃঢ় থাকা ও মুসলিম হিসেবে মৃত্যুর জন্য দোয়া করা প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে এসেছে:
وَمَا تَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا ۚ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ

বস্তুত আমাদের সাথে তোমার শত্রুতা তো এ কারণেই যে, আমরা ঈমান এনেছি আমাদের পরওয়ারদেগারের নিদর্শনসমূহের প্রতি যখন তা আমাদের নিকট পৌঁছেছে। হে আমাদের পরওয়ারদেগার আমাদের জন্য ধৈর্যের দ্বার খুলে দাও এবং আমাদেরকে মুসলমান হিসাবে মৃত্যু দান কর (সূরা আরাফ -১২৬) ।

১৮) সবরকারিদের প্রতিদান ও সফল হওয়া প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন:
إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ
আজ আমি তাদেরকে তাদের সবরের কারণে এমন প্রতিদান দিয়েছি যে, তারাই সফলকাম। (সূরা মুমিন – ১১১)

১৯) ধৈর্যশীলদের নেয়ামত প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে
أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا
তাদেরকে তাদের সবরের প্রতিদানে জান্নাতে কক্ষ দেয়া হবে এবং তাদেরকে তথায় দোয়া ও সালাম সহকারে অভ্যর্থনা করা হবে (সূরা ফুরকান ৭৫) ।

২০) দাওয়াতের উপর ধৈর্য প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে এরশাদ করে।
فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ
অতএব, আপনি সবর করুন। আল্লাহর ওয়াদা সত্য। যারা বিশ্বাসী নয়, তারা যেন আপনাকে বিচলিত করতে না পারে(সূরা রুম – ৬০)।

২১) কুরআনের দাওয়াতের কাজের প্রতি অবিচল থাকার জন্য মহান আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিয়েছেন :
فَاصۡبِرۡ لِحُكۡمِ رَبِّكَ وَ لَا تُطِعۡ مِنۡهُمۡ اٰثِمًا اَوۡ كَفُوۡرًا
সুতরাং ধৈর্যের সাথে তোমার রবের নির্দেশের প্রতীক্ষা কর এবং তাদের মধ্য কোনো পাপিষ্ঠ অথবা কাফিরের আনুগত্য কর না (সূরা দাহর – ২৪) ।

২২) ঈমানদারদের একে-অপরকে ধৈর্য ও দয়া-দাক্ষিণ্যের উপদেশ দানের নির্দেশ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ।
ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَ تَوَاصَوۡا بِالصَّبۡرِ وَ تَوَاصَوۡا بِالۡمَرۡحَمَۃِ
অতঃপর সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, যারা ঈমান এনেছে এবং পরস্পরকে উপদেশ দেয় ধৈর্যধারণের, আর পরস্পরকে উপদেশ দেয় দয়া-অনুগ্রহের (সূরা বালাত -১৭)।

১৪) হাদিসের আলোকে সবরের গুরুত্ব

পার্থিব ক্ষণস্থায়ী জীবনে মুমিন বান্দাকে বিভিন্ন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয় । প্রতিটি পরীক্ষার সবরের মাধ্যমে সে কল্যাণ অর্জন করতে সক্ষম হয় । রাসূল ﷺ হাদিসে এর যথাযথ প্রমাণ আমরা দেখতে পাই ।

মুমিনের প্রতিটি বিষয় আশ্চর্যের:

وَعَنْ أَبِي يَحيَى صُهَيبِ بنِ سِنَانٍ رضي الله عنه، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ عَجَباً لأَمْرِ المُؤمنِ إنَّ أمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خيرٌ ولَيسَ ذَلِكَ لأَحَدٍ إلاَّ للمُؤْمِن : إنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكانَ خَيراً لَهُ، وإنْ أصَابَتْهُ ضَرَاءُ صَبَرَ فَكانَ خَيْراً لَهُ

আবু ইয়াহইয়া সুহাইব বিন সিনান রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "ঈমানদারের বিষয় নিয়ে আমি খুব আশ্চর্য বোধ করি। তার সকল কাজেই আছে কল্যাণ। ঈমানদার ছাড়া অন্য কোন মানুষের এ সৌভাগ্য নেই। তার যদি আনন্দ বা সুখকর কোন বিষয় অর্জিত হয়, তাহলে সে আল্লাহ শোকর করবে, ফলে তার কল্যাণ হবে। আর যদি তাকে কোন বিপদ-মুসীবত স্পর্শ করে, তাহলে সে ধৈর্য ধারণ করবে। এতেও অর্জিত হবে তার কল্যাণ।" (মুসলিম ২৯৯৯)

সুন্দর আচরণ, ধৈর্য এবং মধ্যমপন্থা নবুওয়াতের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ الْمُزَنِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " السَّمْتُ الْحَسَنُ وَالتُّؤَدَةُ وَالاِقْتِصَادُ جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ

আবদুল্লাহ ইবন সারজিস মুযানী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: সুন্দর আচরণ, ধৈর্য এবং মধ্যমপন্থা হল নবুওয়াতের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ। (তিরমিযী, ইসলামি ফাউন্ডেশন ২০১৬)

বিপদে ধৈর্য্য-ধারণের বিনিময়:

عَنْ أَبي هَرَيْرَةَ رَضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قال : « يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: مَا لِعَبْدِي الْمُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءً إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبُهُ إِلَّا الجَنَّة » رواه البخاري .

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন: "আমার মুমিন বান্দার আপন জনকে যখন আমি দুনিয়া থেকে নিয়ে যাই, তখন যদি সে ইহতেসাবের সাথে ধৈর্য ধারণ করে, তাহলে আমার কাছে তার জন্য প্রতিদান অবশ্যই জান্নাত।(বুখারী)

জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:
عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَوَدُّ أَهْلُ الْعَافِيَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِينَ يُعْطَى أَهْلُ الْبَلاَءِ الثَّوَابَ لَوْ أَنَّ جُلُودَهُمْ كَانَتْ قُرِضَتْ فِي الدُّنْيَا بِالْمَقَارِيضِ "

“দুনিয়ায় যারা বিপদ-আপদে নিপতিত হয়েছে তাদেরকে যখন কিয়ামতের দিন বিনিময় প্রদান করা হবে তখন বিপদ-আপদ মুক্ত ব্যক্তিরা আশা করবে দুনিয়ায় যদি তাদের চামড়া কাঁচি দিয়ে টুকরা টুকরা করে ফেলা হত! (তিরমিযী, ইসলামি ফাউন্ডেশন ২৪০৫)”।

বিপদে ধৈর্যধারণ:
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ وَهُوَ يُوعَكُ فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَيْهِ فَوَجَدْتُ حَرَّهُ بَيْنَ يَدَىَّ فَوْقَ اللِّحَافِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَشَدَّهَا عَلَيْكَ قَالَ " إِنَّا كَذَلِكَ يُضَعَّفُ لَنَا الْبَلاَءُ وَيُضَعَّفُ لَنَا الأَجْرُ " . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَىُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلاَءً قَالَ " الأَنْبِيَاءُ " . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ مَنْ قَالَ " ثُمَّ الصَّالِحُونَ إِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَيُبْتَلَى بِالْفَقْرِ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُهُمْ إِلاَّ الْعَبَاءَةَ يُحَوِّيهَا وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَيَفْرَحُ بِالْبَلاَءِ كَمَا يَفْرَحُ أَحَدُكُمْ بِالرَّخَاءِ
আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট গেলাম, তখন তিনি ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন। আমি তাঁর উপর আমার হাত রাখলে তার গায়ের চাদরের উপর থেকেই তাঁর দেহের প্রচণ্ড তাপ অনুভব করলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কত তীব্র জ্বর আপনার। তিনি বলেন, আমাদের (নবি-রাসুলগণের) অবস্থা এমনই হয়ে থাকে। আমাদের উপর দ্বিগুণ বিপদ আসে এবং দ্বিগুণ পুরস্কারও দেয়া হয়। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কার উপর সর্বাধিক কঠিন বিপদ আসে? তিনি বলেন, নবীগণের উপর। আমি বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! তারপর কার উপর? তিনি বলেন, তারপর নেককার বান্দাদের উপর। তাদের কেউ এতটা দারিদ্র পীড়িত হয় যে, শেষ পর্যন্ত তার কাছে তার পরিধানের কম্বলটি ছাড়া আর কিছুই থাকে না। তাদের কেউ বিপদে এত শান্ত ও উৎফুল্ল থাকে, যেমন তোমাদের কেউ ধন-সম্পদ প্রাপ্তিতে আনন্দিত হয়ে থাকে। (ইবনে মাজাহ ৪০২৪)

আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَنَّهُ قَالَ " عِظَمُ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلاَءِ وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلاَهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ

বিপদ যত তীব্র হবে, প্রতিদানও তদনুরূপ বিরাটা হবে। নিশ্চয় আল্লাহ কোন জাতিকে ভালোবাসলে তাদের পরীক্ষা করেন। যে কেউ তাতে সন্তুষ্ট থাকে তার জন্য রয়েছে আল্লাহর সন্তুষ্টি। আর যে কেউ তাতে অসন্তুষ্ট হয়, তার জন্য রয়েছে অসন্তুষ্টি। (ইবনে মাজাহ ৪০৩১)

ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ " الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لاَ يُخَالِطُ النَّاسَ وَلاَ يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ

"যে মুমিন ব্যক্তি মানুষের সাথে মেলামেশা করে এবং তাদের জ্বালাতনে ধৈর্যধারণ করে সে এমন মুমিন ব্যক্তির তুলনায় অধিক সওয়াবের অধিকারী হয়, যে জনগণের সাথে মেলামেশা করে না এবং তাদের জ্বালাতনে ধৈর্য ধারণ করে না"। (ইবনে মাজাহ ৪০৩২)

ধৈর্য ধারণের মহত্ত্ব:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ نَاسًا، مِنَ الأَنْصَارِ سَأَلُوا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ قَالَ " مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ شَيْئًا هُوَ خَيْرٌ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ

আবূ সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। আনসারের কিছু লোক একবার নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট কিছু সাহায্য প্রার্থনা করলে তিনি তাদের কিছু সাহায্য দিলেন। এরপর তারা আবার সাহায্য চাইলে তিনি তাদের তা দিলেন। অনন্তর বললেন, আমার কাছে যে অর্থ সম্পদ আছে তোমাদের না দিয়ে আমি তা কখনো পুঞ্জীভূত করে রাখি না। যে মুখাপেক্ষীহীন হতে চায় আল্লাহ তাকে মুখাপেক্ষীহীন করে দেন। যে ব্যক্তি পবিত্র থাকতে চায় আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখেন, যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণের তওফিক চায় আল্লাহ তাকে সে তওফিক দিয়ে দেন। ধৈর্য ধারণের চেয়ে ভাল এবং বিপুল কোন সম্পদ কাউকে প্রদান করা হয়নি। (তিরমিজি, ইসলামি ফাউন্ডেশন ২০৩০)

রাসূল সা: মৃত্যুকষ্টের মাধ্যমে মর্যাদা বৃদ্ধি:

আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

عن أنس رضي الله عنه قال: لَمَّا ثَقُلَ النبي صلى الله عليه وسلم جَعَلَ يَتَغَشَّاهُ الكَرْبُ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ رضي الله عنها : واكرب أبتاه. فَقَالَ : لَيْسَ عَلَى أَبِيكَ كَرْبٌ بَعْدَ اليَوْمِ. فَلَمَّا مَاتَ قَالَتْ : يَا أَبَتَاهُ

أَجَابَ رَبًّا دَعَاه، يا أَبَتَاهُ جَنَّةُ الفِردَوسِ مَأْوَاه، يا أبتاه إلى جِبْرِيلَ نَعْنَاهُ. فَلَمَّا دُفِنَ قَالَتْ فَاطِمَةُ رضي الله عنها : أَطَابَتْ
أَنْفُسُكُمْ أَنْ تَحْثُوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ رواه البخاري

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন রোগে ভারী হয়ে গেলেন, রোগ যন্ত্রণা তাকে বেহুশ করতে লাগল তখন ফাতেমা রা. দুঃখের সাথে বললেন, 'উহ! আমার আব্বার কি কষ্ট হচ্ছে! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা শুনে বললেন, "আজকের পর তোমার আব্বার কোন কষ্ট নেই। যখন তিনি ইন্তেকাল করলেন তখন ফাতেমা রা. বললেন, 'হায় আমার আব্বা! তিনি প্রভুর ডাকে সাড়া দিলেন। হায় আমার আব্বা! জান্নাতুল ফেরদাউস তার ঠিকানা। হায় আব্বা! জিবরীলকে মৃত্যুর খবর দিচ্ছি।' যখন তাঁর দাফন শেষ হল, তখন ফাতেমা রা. লোকদের বললেন, 'তোমাদের মন কি চেয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর মাটিতে রাখতে?

বিপদে ইন্নালিল্লাহ পড়ার ফজিলত

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَنْ أُصِيبَ بِمُصِيبَةٍ فَذَكَرَ مُصِيبَتَهُ فَأَحْدَثَ اسْتِرْجَاعًا وَإِنْ تَقَادَمَ عَهْدُهَا كَتَبَ اللهُ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ مِثْلَهُ يَوْمَ أُصِيبَ

হুসাইন বিন ‘আলী (রা.) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কারো উপর বিপদ আসার পর তা স্মরণ করে ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন’’ পাঠ করলে, আল্লাহ তার বিপদের দিন থেকে শুরু করে বিপদমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তাকে সওয়াব দান করতে থাকেন। (ইবনে মাজাহ ১৬০০)

১৫) মুমিনের জীবনে সবরের ভূমিকা

একজন মুমিনের ওপর আপতিত বিপদসমূহ তার জন্য কল্যাণই বয়ে আনে। এতে করে তার গুনাহসমূহ দূর হয়ে যায়। মনের বেদনা, শরীরের অসুস্থতা, প্রিয়জনকে হারানো এবং সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি থেকে কোনো ব্যক্তিই নিরাপদ নয়। আর এর থেকে মুক্ত নয় সৎকর্মশীল ও অসৎকর্মশীল ব্যক্তি এবং মুমিন ও কাফির কেউই; কিন্তু মুমিন ব্যক্তি এই বিপদ-মুসিবতগুলোকে সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করে; এমন চিত্ত যা তার চালিকা শক্তিকে আল্লাহর হাতে ন্যস্ত করেছে। কারণ, সে নিশ্চিত জ্ঞানে জানে যে, সে যে বিপদে আক্রান্ত হয়েছে, তা তাকে ছেড়ে যেতো না, আর যে বিপদ তাকে পায় নি তা তার উপর আপতিত হবে না।

আর এই বিপদগুলো মুমিন বান্দাকে তার পাপরাশি থেকে এমনভাবে পবিত্র করে দেয়, যেমনিভাবে সাদা কাপড়কে পানি, বরফ ও শিশির দ্বারা ধৌত করা হয়; ফলে সে বালা-

মুসিবত থেকে ঐ দিনের মত পাপমুক্ত হয়ে বের হয়, যেদিন তার মা তাকে নিষ্পাপ অবস্থায় প্রসব করেছে।

আল্লাহর বান্দাদের প্রতি তাঁর রহমতের ব্যাপারটি হল— তিনি তাদেরকে একের পর এক বিপদ-মুসিবতের প্রতিশ্রুতি দেন যাতে তিনি তাদেরকে পরিশুদ্ধ ও পবিত্র করেন; আর তাদের থেকে শয়তানের কুমন্ত্রণা দূর করেন, তাদের হৃদয়সমূহ দৃঢ় রাখেন এবং এর মাধ্যমে তাদের পা-সমূহ সুস্থির রাখেন।

এই বিপদ-মুসিবতগুলো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁর বান্দাদের প্রতি সন্তুষ্টি ও ভালোবাসার প্রমাণস্বরূপ কারণ আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন তখন তিনি তাকে বিপদ-মুসিবত দ্বারা পরীক্ষা করেন; আর যখনই ব্যক্তির ঈমান ও বিশ্বাস মজবুত ও শক্তিশালী হবে, তখনই তার পরীক্ষা কঠিন থেকে কঠিনতর হবে; সুতরাং এই অবস্থায় যে সন্তুষ্ট থাকবে, তারা জন্য রয়েছে (আল্লাহর) সন্তুষ্টি; আর যে অধৈর্য হবে, তার জন্য রয়েছে (আল্লাহর) অসন্তুষ্টি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

أَشَدُّ النَّاسِ بَلاءً الأَنْبِيَاءُ ، ثُمَّ الأَمْثَلُ فَالأَمْثَلُ ، يُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ ، فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلاؤُهُ ، وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٍ ابْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ ، فَمَا يَبْرَحُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ مَا عَلَيْهِ مِنْ خَطِيئَةٍ . (رواه الترمذي و ابن ماجه) .

"মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন মুসিবতের শিকার হয়েছেন নবীগণ; অতঃপর ক্রমানুসারে পরবর্তী ধাপের সৎব্যক্তিগণ, ব্যক্তি পরীক্ষা বা কষ্টের সম্মুখীন হবে তার দ্বীনদারি অনুসারে; সুতরাং সে যদি তার দীনের ব্যাপারে দৃঢ়তার সাথে অটল থাকে, তাহলে তার বিপদ-আপদও কঠোর থেকে কঠোরতর হবে; আর যদি সে তার দীনের ব্যাপারে আপোষকামী হয়, তাহলে সে পরীক্ষা বা কষ্টের সম্মুখীন হবে তার দ্বীনদারি অনুসারে; সুতরাং বান্দা বালা-মুসিবতে আক্রান্ত হতেই থাকবে যতক্ষণ না তা তাকে যমীনের উপরে গুনাহ বিহীন অবস্থায় চলাফেরা করাতে পারবে।"(তিরমিযী -২৩৯৮/ ইবনু মাজাহ - ৪০২৩)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন:

إِذَا ابْتَلَى اللَّهُ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ بِبَلَاءٍ فِي جَسَدِهِ قَالَ اللَّهُ : اكْتُبْ لَهُ صَالِحَ عَمَلِهِ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ ، فَإِنْ شَفَاهُ غَسَلَهُ وَطَهَّرَهُ ، وَإِنْ قَبَضَهُ غَفَرَ لَهُ وَرَحِمَهُ

"যখন আল্লাহ তা'আলা কোনো মুসলিম বান্দাকে তার শারীরিক দুঃখ-কষ্ট বা রোগ-ব্যাধির দ্বারা পরীক্ষা করেন তখন আল্লাহ বলেন: তার সৎকাজগুলো লিখ যে কাজগুলো সে সুস্থ অবস্থায় করত; অতঃপর তিনি যদি তাকে রোগমুক্ত করেন, তাহলে তিনি রহমতের পানি দ্বারা ধুয়ে মুছে তাকে পবিত্র করে দেন; আর যদি তাকে মৃত্যুর মাধ্যমে উঠিয়ে নেন, তাহলে

তিনি তাকে ক্ষমা করে দেন এবং তার প্রতি রহম করেন।” (আহমাদ: (৩/১৪৮, ২৩৮, ২৫৮)

আবূ শা‘ছা আস-সান‘আনী থেকে বর্ণিত:
তিনি একদা দামেস্কের একটি মাসজিদে গমন করেন এবং এক পর্যায়ে সন্ধ্যায় ভ্রমণ করতে লাগলেন, অতঃপর তার সাথে সাক্ষাৎ হয়ে গেল সাদ্দাদ ইবন আউস ও আস-সুনাবেহী’র। অতঃপর আমি (আবূ শা‘ছা আস-সানা‘আনী) বললাম: আল্লাহ তোমাদের প্রতি রহম করুন, তোমরা কোথায় যাওয়ার পরিকল্পনা করেছ? জবাবে তারা বলল: আমরা সেখানে আমাদের এক অসুস্থ ভাইকে দেখতে যাচ্ছি; অতঃপর আমিও তাদের সাথে চললাম, তারপর তারা ঐ ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হয়ে বলল: তোমার সকাল কেমন কেটেছে? জবাবে সে বলল: আমার সকাল নেয়ামতের উপর কেটেছে। অতঃপর তাকে উদ্দেশ্য করে সাদ্দাদ ইবন আউস বললেন: আমি তোমাকে গুনাহ মাফ ও পাপ মোচনের সুসংবাদ দিচ্ছি; কারণ, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি:
إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : إِنِّي إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدًا مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنًا فَحَمِدَنِي عَلَى مَا ابْتَلَيْتُهُ ، فَإِنَّهُ يَقُومُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ مِنْ الْخَطَايَا ، وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ : أَنَا قَيَّدْتُ عَبْدِي وَابْتَلَيْتُهُ ، وَأَجْرُوا لَهُ كَمَا كُنْتُمْ تُجْرُونَ لَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ
“নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা বলেন, আমি যখন আমার বান্দাগণের মধ্য থেকে কোনো মুমিন বান্দাকে কোনো বিপদ-মুসিবত দ্বারা পরীক্ষা করি, অতঃপর সে আমার দুঃখ-কষ্টের পরীক্ষা করা অবস্থায় আমার প্রশংসা করে, তখন সে তার শয্যা থেকে ঐ দিনের মত নিষ্পাপ অবস্থায় উঠবে, যেদিন তার মা তাকে নিষ্পাপ অবস্থায় প্রসব করেছে; আর মহান রব বলবেন: আমি আমার বান্দাকে আটক করেছি এবং তাকে দুঃখ-কষ্ট দ্বারা পরীক্ষা করেছি, তোমরা তার জন্য সাওয়াব লিখবে, যেমনিভাবে তোমরা তার সুস্থ অবস্থায় তার জন্য সাওয়াব লিখতে।” (আহমাদ - ১২৩)

রাসূল সা: ইরশাদ করেন,
“কোনো মুসলিমের ওপর কোনো যন্ত্রণা, রোগ-ব্যাধি বা এ ধরনের কোনো বিপদ আপতিত হলে, এর দ্বারা আল্লাহ তার গুনাহগুলোকে ঝরিয়ে দেন; যেভাবে গাছ তার পাতাগুলো ঝরিয়ে ফেলে’ (বুখারি-৫৭৫/১১৮)।

একজন মুমিন যেকোনো বিপদে আল্লাহর প্রতি ভরসা রেখে ধৈর্য ধারণ করে। মুমিনের এ বিষয়টিকে রাসূল সা: অত্যন্ত কল্যাণকর হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন, ‘মুমিনের বিষয়টি কত বিস্ময়কর! তার প্রতিটি কাজই তার জন্য কল্যাণকর। মুমিন ছাড়া অন্য কেউ এ বৈশিষ্ট্য লাভ করতে পারে না। যদি সে সুখ-শান্তি লাভ করে তাহলে সে মহান

আল্লাহর শোকর আদায় করে। তখন তা তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর যদি তার ওপর কোনো বিপদ আপতিত হয়, তাহলে সে আল্লাহর ওপর ধৈর্য ধারণ করে। ফলে তাও তার জন্য কল্যাণকর হয়' (মুসলিম-২৯৯৯)।

হাসান বসরি রা: বলেছেন, 'ধৈর্য হলো কল্যাণের ভাণ্ডারসমূহের অন্যতম। আল্লাহ তায়ালা কেবল তাঁর বান্দাকেই তা প্রদান করে থাকেন।' মাইমুন রা: বলেছেন, 'সৃষ্টিকুলের মধ্যে নবি কিংবা অন্য কাউকে যে বিশাল কল্যাণ দেয়া হয়েছে তা কেবল ধৈর্যের কারণেই দেয়া হয়েছে।' হাসান রা: বলেন, 'ধৈর্য প্রভূত কল্যাণের চাবিকাঠি। কেবল মহৎ ও মহানুভব ব্যক্তির হাতেই আল্লাহ এই চাবিগুচ্ছ অর্পণ করেন' (আস-সাবর ওয়াস সাওয়াব আলাইহি-১৬)।

সুতরাং মুমিনের সার্বিক কল্যাণার্থে ও পরকালের সাফল্য অর্জনের জন্য প্রতিটা বিপদ-আপদে সবর তথা সংযম অবলম্বন করলে মহান রব তাকে অফুরন্ত নেয়ামত প্রাপ্তির সুযোগ দান করেন ।

১৬) বিশ্বনন্দিত ও শ্রেষ্ট মানুষদের সবরের গল্প

ক) আইয়ুব (আ:) এর সবর :

ধৈর্যশীলদের প্রতীক আইয়ুব (আ:) নবি ও রাসুলদের মধ্যে ধৈর্যশীল হিসেবে বিশেষভাবে সমাদৃত। পবিত্র কোরআনে তাঁর এ গুণের প্রশংসা করা হয়েছে। কারণ দীর্ঘ ১৮ বছর শারীরিক ও আর্থিক নানা সমস্যায় ভুগেও মহান আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ কৃতজ্ঞ ছিলেন তিনি। আল্লাহ তাআলা তাঁর সন্তান-সন্ততি, ধন-সম্পদ ধ্বংস করে এবং রোগ দ্বারা তাঁকে পরীক্ষা করেছিলেন। এই সময় তিনি কয়েক বছর রোগাক্রান্ত ছিলেন, এমনকি (তাঁর স্ত্রীগণও তাঁকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন) তাঁর সাথে মাত্র একজন স্ত্রী ছিলেন, যিনি সকাল-সন্ধ্যা তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করতেন এবং কোথাও কাজকর্ম করে তাঁর জন্য কোন রকম আহারের ব্যবস্থা করতেন।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَ اذۡکُرۡ عَبۡدَنَاۤ اَیُّوۡبَ ۘ اِذۡ نَادٰی رَبَّہٗۤ اَنِّیۡ مَسَّنِیَ الشَّیۡطٰنُ بِنُصۡبٍ وَّ عَذَابٍ

স্মরণ করুন আমার বান্দা আইয়ুবকে, তিনি তাঁর রবকে ডেকে বলেন, শয়তান আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্টে ফেলে দিয়েছে।

اُرۡکُضۡ بِرِجۡلِکَ ۚ ھٰذَا مُغۡتَسَلٌۢ بَارِدٌ وَّ شَرَابٌ

আপনি পা দিয়ে ভূমিতে আঘাত করুন, এতে গোসলের সুশীতল পানি ও পানীয় রয়েছে।

وَوَهَبۡنَا لَہٗۤ اَهۡلَہٗ وَمِثۡلَهُمۡ مَّعَهُمۡ رَحۡمَۃً مِّنَّا وَذِکۡرٰی لِاُولِی الۡاَلۡبَابِ

আমার অনুগ্রহে আমি তাকে তার পরিবার দান করেছি এবং তাদের মতো আরো, তা বুদ্ধিমানদের জন্য উপদেশস্বরূপ।

وَخُذۡ بِیَدِکَ ضِغۡثًا فَاضۡرِبۡ بِّہٖ وَلَا تَحۡنَثۡ ؕ اِنَّا وَجَدۡنٰہُ صَابِرًا ؕ نِعۡمَ الۡعَبۡدُ ؕ اِنَّـہٗۤ اَوَّابٌ

আপনি এক মুষ্টি তৃণ নিয়ে আঘাত করুন এবং শপথ ভঙ্গ করবেন না, আমি তাকে ধৈর্যশীল হিসেবে পেয়েছি, কতই না উত্তম ছিলেন তিনি, তিনি ছিলেন আমার দিকে প্রত্যাবর্তনকারী (সুরা স’দ - ৪১/৪৪)

খ) নূহ আ: এর সবর:

মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বানে তিনি দীর্ঘকাল সবরের পরীক্ষা দিয়েছেন । প্রায় ৯৫০ বছর ধরে নুহ (আ.) মানুষকে আল্লাহর নির্দেশনা পালনের আহ্বান জানান। কিন্তু খুবই সামান্যসংখ্যক মানুষ তার আহ্বানে সাড়া দেয়। তবু তিনি নিজ সম্প্রদায়ের ঠাট্টা-বিদ্রুপ ও নির্যাতনের মধ্যে আল্লাহর পথের আহ্বান অব্যাহত রাখেন।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে,

وَ لَقَدۡ اَرۡسَلۡنَا نُوۡحًا اِلٰی قَوۡمِہٖ فَلَبِثَ فِیۡہِمۡ اَلۡفَ سَنَۃٍ اِلَّا خَمۡسِیۡنَ عَامًا ؕ فَاَخَذَهُمُ الطُّوۡفَانُ وَ هُمۡ ظٰلِمُوۡنَ

‘আমি তো নুহ (আ.)-কে তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়েছিলাম, তিনি তাদের মধ্যে ৫০ বছর কম এক হাজার বছর অবস্থান করেন, অতঃপর তাদের প্লাবন গ্রাস করে। কেননা তারা সীমালঙ্ঘনকারী ছিল।

فَاَنۡجَیۡنٰهُ وَ اَصۡحٰبَ السَّفِیۡنَۃِ وَ جَعَلۡنٰهَاۤ اٰیَۃً لِّلۡعٰلَمِیۡنَ

অতঃপর আমি তাকে ও যার নৌকাবাসীকে রক্ষা করেছি এবং বিশ্ববাসীর জন্য তাকে নিদর্শন করেছি।’ (সুরা আনকাবুত-১৪/১৫)।

গ) ইব্রাহীম (আ:) এর সবর:

মহান আল্লাহর প্রিয় বন্ধু হজরত ইব্রাহীম (আ:) শত বাধা-বিপত্তির মধ্যেও আল্লাহর একত্ববাদের প্রচারে অবিচল ছিলেন। নিজ পরিবার থেকে শুরু করে নিজ সম্প্রদায়ের কাছে তিনি তাওহিদের কথা বলে যান। তারা ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে আগুনে নিক্ষেপ করে। এত কিছুর পরও তিনি স্থির ছিলেন এবং আল্লাহর প্রতিশ্রুতির প্রতি আস্থাবান ছিলেন। ফলে আল্লাহর নির্দেশে সেই জ্বলন্ত আগুন তাঁর জন্য শীতল হয়ে যায়। জীবনের পড়ন্ত বেলায় তিনি হাজেরা (আ.) ও পুত্র ইসমাইল (আ.)-কে মক্কার জনশূন্য প্রান্তরে রেখে আসেন। এমনকি তার প্রিয় পুত্র ইসমাইলকে কোরবানি করতে বলা হয়। এসব পরীক্ষায় তিনি আল্লাহর নির্দেশ পালন করেন এবং খাঁটি বন্ধুর স্বীকৃতি লাভ করেন।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে,

وَ مَنۡ اَحۡسَنُ دِیۡنًا مِّمَّنۡ اَسۡلَمَ وَجۡهَهٗ لِلّٰهِ وَ هُوَ مُحۡسِنٌ وَّ اتَّبَعَ مِلَّۃَ اِبۡرٰهِیۡمَ حَنِیۡفًا ؕ وَ اتَّخَذَ اللّٰهُ اِبۡرٰهِیۡمَ خَلِیۡلًا

“দ্বিনের ক্ষেত্রে তার চেয়ে আর কে উত্তম যে সৎকর্মশীল হয়ে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং একনিষ্ঠভাবে ইবরাহিমের আদর্শ অনুসরণ করে, আল্লাহ ইবরাহিমকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন।’ (সুরা নিসা, আয়াত - ১২৫)

ঘ) ইয়াকুব (আ: এর সবর:

ইয়াকুব (আ.) প্রিয় পুত্র ইউসুফ (আ.)-কে হারিয়ে অত্যন্ত ব্যথিত হন। তখন তিনি ধৈর্যকে নিজের একমাত্র সম্বল হিসেবে গ্রহণ করেন এবং আল্লাহর ওপর আস্থা রাখেন।
কোরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে,

وَ جَآءُوۡ عَلٰی قَمِیۡصِهٖ بِدَمٍ کَذِبٍ ؕ قَالَ بَلۡ سَوَّلَتۡ لَکُمۡ اَنۡفُسُکُمۡ اَمۡرًا ؕ فَصَبۡرٌ جَمِیۡلٌ ؕ وَ اللّٰهُ الۡمُسۡتَعَانُ عَلٰی مَا تَصِفُوۡنَ

"তারা (ইউসুফের ভাইয়েরা) তার জামায় মিথ্যা রক্ত লেপন করে আনে, তিনি (ইয়াকুব আ.) বলেছিলেন, না, তোমরা এই ঘটনা সাজিয়েছ, অতএব পূর্ণ ধৈর্য ধারণ করাই উত্তম, তোমরা যা বলছ এই ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহই আমার সাহায্যকারী" (সুরা ইউসুফ - ১৮)
অতঃপর ইয়াকুব (আ.) দ্বিতীয় সন্তানকে হারান। তিনি নিজের সব দুঃখ-ব্যাথাকে আল্লাহর কাছে অর্পণ করেন। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে,
তিনি বললেন, আফসোস ইউসুফের জন্য, শোকে তার দুই চোখ সাদা হয়ে পড়ে, তিনি খুবই কষ্টে ছিলেন তিনি বলেন,

قَالَ اِنَّمَآ اَشۡكُوۡا بَثِّیۡ وَ حُزۡنِیۡۤ اِلَی اللّٰهِ وَ اَعۡلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعۡلَمُوۡنَ

আমি আমার দুঃখ ও বেদনা আল্লাহর কাছে আবেদন করছি এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন কিছু জানি, যা তুমি জানো না। (সুরা ইউসুফ - ৮৬)

یٰبَنِیَّ اذۡهَبُوۡا فَتَحَسَّسُوۡا مِنۡ یُّوۡسُفَ وَ اَخِیۡهِ وَ لَا تَایۡـَٔسُوۡا مِنۡ رَّوۡحِ اللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ لَا یَایۡـَٔسُ مِنۡ رَّوۡحِ اللّٰهِ اِلَّا الۡقَوۡمُ الۡكٰفِرُوۡنَ

হে আমার সন্তানরা, তোমরা যাও, ইউসুফ ও তার ভাইকে অনুসন্ধান কোরো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হইয়ো না। কেননা অবিশ্বাসী ছাড়া কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয় না (সুরা ইউসুফ - ৮৭)
অতঃপর দীর্ঘ অপেক্ষার পর তিনি ইউসুফ আ: সন্ধান পান ।

ঙ) ইউসূফ আ: সবর:

হজরত ইউসুফ (আ.) আপন ভাইদের হিংসাত্মক আচরণ ও দুর্ব্যবহার ক্ষমা করে ঔদার্যের পরিচয় দিলেন। বিনিময়ে আল্লাহতায়ালা তাকে মিসরের সিংহাসনে সমাসীন করেন।
আল্লাহ তায়ালা বলেন,

قَدۡ مَنَّ اللّٰهُ عَلَیۡنَا ؕ اِنَّهٗ مَنۡ یَّتَّقِ وَ یَصۡبِرۡ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا یُضِیۡعُ اَجۡرَ الۡمُحۡسِنِیۡنَ

'যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে এবং ধৈর্যধারণ করে, নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না (সূরা ইউসুফ – ৯০)

চ) প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ সা: এর সবর:

আমাদের প্রিয়নবী (সা.) ছিলেন ধৈর্যের মূর্তপ্রতীক। রাসুল (সা:) ক্ষুধা ও দারিদ্র্যে সবর করেছেন। এমনকি পেটে পাথরও বেঁধেছেন। স্ত্রী ও সন্তানদের হারিয়ে সবর করেছেন। নিজ কওমের পক্ষ থেকে আসা গালি ও আঘাতের কষ্ট সহ্য করেছেন। নিজের চোখের সামনে সাথীদের লাশ ও (জিহাদের ময়দানে শত্রু কর্তৃক) তাঁদের চেহারা-বিকৃতিকরণ দেখে সবর করেছেন। তাঁর সম্মানে যখন মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হয়েছে, তখনও সবর করেছেন। যখন তাঁর সবচেয়ে প্রিয় স্ত্রী আয়িশা (রা:)-এর ব্যাপারে অপবাদ দেওয়া হয়েছে, তখনও তিনি সবর করেছেন। তিনি এসব ব্যাপারে নিজে সবর করেছেন এবং পরিত্যক্ত সম্পদ হিসেবে

তা আমাদের জন্য রেখে গেছেন। এ ক্ষেত্রে যে তাঁর উত্তরাধিকারী হবে, সে তাঁর নৈকট্য অনুযায়ী এসবের সম্মুখীন হবে। বস্তুত আপনার সবরের পরিমাণ অনুযায়ী আপনার নৈকট্যের স্তর নির্ধারিত হবে।

মক্কাজীবনে তিনি একাই কুরাইশ ও তাদের নেতাদের দাওয়াত দেয়া ও তাদের সাথে সত্যের আন্দোলনে মুখোমুখি হয়ে এ দ্বীন ইসলাম বিজয় লাভ করা অবধি টিকে থাকার পরও তিনি কখনো বলেননি যে, আমার সাহায্যে কেউ আসেনি অথবা সকল জাতির লোক আমার বিরোধী আমি একা। বরং তিনি আল্লাহর উপর ভরসা রেখে মহা বীরত্বের সাথে দাওয়াতি কাজ চালিয়ে গেছেন এবং লোকদেরকে উৎসাহ দান করেছেন এবং তাদেরকে দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠা থাকার জন্য আহ্বান করা সত্ত্বেও লোকেরা দূরে সরে যাওয়ার পরও তিনি স্থির থেকেছেন এসকল আদর্শই প্রমাণ করে তাঁর সাহসিকতা ও ধৈর্য।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েক বছর ধরে হেরা গুহায় ইবদাত করতেন সে সময় তাকে কেউ কষ্ট দেয়নি, আর কুরাইশরাও তার বিরুদ্ধে কোন প্রকার বিরোধিতা করেনি, অথবা কাফের গোষ্ঠীর কেউ তার বিরুদ্ধে একটি তীরও নিক্ষেপ করেনি, কিন্তু যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানব জাতিকে তাওহিদের দিকে প্রকাশ্যে আহ্বান, এবং ইবাদাত একমাত্র আল্লাহ তা'আলার নিমিত্তেই হতে হবে এ আহ্বান জানালেন, তখনই কাফেররা তার উপর চড়াও হয়ে হয়ে বলে উঠল। এমনকি তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করলে তিনি আল্লহর আদেশে নিজ জন্মভূমি থেকে হিজরত করেন ।

উহুদ যুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বীরত্ব এবং প্রামাণিত হয় অসীম ধৈর্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন । এ মহা যুদ্ধে তিনি ভীষণ আক্রান্ত ও জখম হন, এমনকি তার চেহারা মুবারক রক্তাক্ত হয়। সামনের দাঁত ভেঙ্গে যায় ও লৌহ বর্ম ভেঙ্গে তাঁর মাথায় প্রবেশ করার কারণে মাথায় আঘাত প্রাপ্ত হন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

হুনায়নের যুদ্ধের দিন মুসলিম বাহিনী যখন হটে যাচ্ছিল, তখন তিনি তার সওয়ারীকে লাথি মেরে কাফেরদের দিকে দৌড়ানো শুরু করেন । পাশ থেকে কাফের দলের কেউ একজন বিদ্রুপ করলে তিনি বলেন "আমি সত্য নবি, মিথ্যা নবি নই, আমি আব্দুল মুত্তালিবের উত্তরসূরি" (মুসলিম-১৭৭৬)

দাওয়াতি কাজে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধৈর্যের কারণেই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন হয় ও উত্তম আদর্শ রচিত হয় এমনকি যার ত্যাগের বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা এ দ্বীন

প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং মুসলিম বাহিনী সারা আরব উপদ্বীপ, শাম ও মাওরাআন নহর [সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও আফগান সীমান্ত] পর্যন্তই ইসলামের ঘোড়া অবাধে বিচরণ করেছে, এমনকি পাকাও কাঁচা সকল ঘরেই ইসলাম প্রবেশ করেছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:
«لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي ثلاثون من بين يوم وليل وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواري إبط بلال»

আল্লাহর রাস্তায় আমাকে ভীত সন্ত্রস্ত করা হয়েছে কিন্তু এর প্রতিশোধ হিসেবে কাউকে ভীত সন্ত্রস্ত করা হয়নি। আল্লাহর রাস্তায় আমাকে অনেক কষ্ট দেয়া হয়েছে কিন্তু এর প্রতিশোধ হিসেবে কাউকে কষ্ট দেয়া হয়নি। আমার উপর ত্রিশ দিন ও রাত অতিবাহিত হয়ে গেছে কিন্তু আমার ও বেলালের জন্য এমন কোন খাদ্যও ছিল না যা কোন ব্যক্তি খেতে পারে, তবে শুধু বেলাল যা কিছু তার বগলের নিচে নিয়েছে। (তিরমিযী -২৪৭২)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লহু আলাইহিওয়াসাল্লাম **তায়েফে ইসলামের দাওয়াত** দিতে গিয়ে সেখানে দশ দিন অবস্থান করেন। এই সময়ের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তিনি ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন। কিন্তু সকলের উত্তর একই ‘তুমি আমাদের শহর থেকে বের হয়ে যাও’।ফলে ভগ্ন হৃদয়ে তিনি সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। প্রত্যাবর্তনের পথে যখন তিনি পা বাড়ালেন তখন তাঁকে অপমানিত ও কষ্ট দেয়ার জন্য শিশু-কিশোর ও যুবকদেরকে তাঁর পিছনে লেলিয়ে দেয়া হল। ইত্যবসরে পথের দুই পাশে ভিড় জমে গেল। তারা হাততালি, অশ্রাব্য, অশ্লীল কথাবার্তা বলে তাঁকে গাল-মন্দ করতে ও পাথর ছুড়ে আঘাত করতে থাকল। আঘাতের ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লহু আলাইহিওয়াসাল্লামের শরীরে অসংখ্য ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল। এমনকি রক্তক্ষরণে তাঁর পাদুকাদ্বয় পায়ের সঙ্গে আটঁকে যায়।
তায়েফের হতভাগ্য কিশোর ও যুবকেরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লহু আলাইহিওয়াসাল্লাম এর উপর প্রস্তর নিক্ষেপ করছিল তখন যায়েদ ইবনু হারেছা (রা.) প্রিয়নবী সাল্লাল্লহু আলাইহিওয়াসাল্লামকে রক্ষার জন্য ঢালের মত কাজ করছিলেন। ফলে তিনিও তাঁর মাথার কয়েকটি স্থানে আঘাতপ্রাপ্ত হন। এভাবে অমানবিক যুলুম-নির্যাতনের মধ্য দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লহু আলাইহিওয়াসাল্লাম
পথ চলতে থাকেন। আঘাতে আঘাতে জর্জরিত ও রক্তাক্ত অবস্থায় পথ চলতে গিয়ে নবি করীম সাল্লাল্লহু আলাইহিওয়াসাল্লাম খুবই ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়েন এবং শেষ পর্যন্ত একটি আঙুর বাগানে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হন। তিনি বাগানে প্রবেশ করলে শত্রুরা ফিরে যায়।

এতো কিছুর পরও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়াসাল্লাম সবর পরিত্যাগ করে বিচলিত হননি। "মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়াসাল্লাম বলেন, দীর্ঘ বিশ্রামের পর এক সময় আমার মনে কিছুটা স্বস্তির সৃষ্টি হয়। সেখানে আমি আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকাতেই দেখি যে, একখণ্ড মেঘ আমাকে ছায়া দান করছে। ব্যাপারটি আরও ভালোভাবে নিরীক্ষণ করলে বুঝতে পারি যে, এতে জিবরীল (আঃ) রয়েছেন। তিনি আমাকে আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'আপনার সম্প্রদায় আপনাকে যা বলেছে এবং আপনার প্রতি যে আচরণ করেছে আল্লাহ তা'আলা সবকিছুই শুনেছেন এবং দেখেছেন। এখন তিনি পর্বত নিয়ন্ত্রণকারী ফেরেশতাগণকে আপনার খেদমতে প্রেরণ করছেন। আপনি তাদেরকে যা ইচ্ছা নির্দেশ প্রদান করুন'। এরপর পর্বতের ফেরেশতা আমাকে সালাম জানিয়ে বললেন, 'হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়াসাল্লাম ! আপনি চাইলে আমি দু'পাহাড় একত্রিত করে এদেরকে পিষে মেরে ফেলি'। নবি করীম (সা.) বললেন, 'না, বরং আমি আশা করি মহান আল্লাহ এদের পৃষ্ঠদেশ হতে এমন বংশধর সৃষ্টি করবেন, যারা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে এবং অন্য কাউকে তাঁর সঙ্গে অংশীদার স্থাপন করবে না' (সহিহ বুখারী - ১/৪৫৮ পৃ:, আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃঃ ১২৫-১২৬)।

মহানবী (সা.) তায়েফবাসীর ধ্বংস কামনা না করে বরং ধৈর্য ধরে তাদের হেদায়াতের অপেক্ষা করছিলেন। পরবর্তীতে তারা ঈমান আনায়ন করে ইসলামের ব্যাপক উপকার সাধন করে। তাদের উর্বর ভূমির শস্য মুসলমানদের অর্থনৈতিক চাকাকে গতিশীল করতে সহায়তা করে।

একবার তিনি যায়েদ ইবনে সানা নামক **জনৈক ইহুদি** আলেম থেকে নির্ধারিত মেয়াদে ঋণ করেছিলেন। কিন্তু সে ইহুদি মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার তিন দিন পূর্বে এসে পাওনা মিটিয়ে দিতে বলে। সেই সঙ্গে নবিজির সাথে খুব খারাপ আচরণ করতে থাকে। হজরত ওমর (রা.) তা দেখে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে অনুমতি দিন তার গর্দান উড়িয়ে দেই। নবিজি (সা.) বললেন, আমি তোমার থেকে এমন জবাব আশা করিনি হে ওমর! তুমি বরং আমাকে বলো, আপনি তার পাওনা পরিশোধ করে দিন। আর তাকে বলো- উত্তমভাবে পাওনা চাওয়ার জন্য। অতঃপর নবিজি (সা.) হজরত ওমর (রা.) কে ইহুদির পাওনা পরিশোধ করতে আদেশ করেন এবং বলে দিলেন, তাকে অতিরিক্ত কিছু দিয়ে দাও।

বিশ্বনবীর এমন সহনশীলতা ও উত্তম আচরণ দেখে ইহুদি বলল, আসলে আমি আপনাকে পরীক্ষা করতে চেয়েছিলাম। কারণ, আমাদের তাওরাত কিতাবে উল্লেখ আছে, আখেরি নবীর বৈশিষ্ট্য হবে- তার সাথে যত দুর্ব্যবহার করা হবে, ততই তার ধৈর্য ও সহনশীলতা বৃদ্ধি পাবে। আমি এর বাস্তবতা পেয়েছি। তাই কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেলাম।

খায়বার বিজয়ের পর এক **ইহুদি মহিলা** যায়নাব বিনতে হারিস উপঢৌকন হিসেবে বকরির ভুনা গোশত তাঁর নিকট প্রেরণ করে। সে বিভিন্ন সূত্র থেকে জিজ্ঞাসার মাধ্যমে জেনে নিয়েছিল যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বকরির   রানের গোশত অধিক পছন্দ করেন। এ জন্য সে রানের গোশতগুলো ভাল ভাবে বিষ মিশ্রিত করেছিল এবং অবশিষ্ট অন্যগুলোতেও বিষ প্রয়োগ করেছিল। অতঃপর সে গোশতগুলো নবী কারীম (সা.)-এর সামনে এনে রাখা হলে নাবী কারীম (সাঃ) রানের গোশতের টুকরোটি উঠিয়ে তার কিছু অংশ চিবানোর পর মুখ থেকে বের করে তা ফেলে দিলেন এবং বললেন, (إِنَّ هٰذَا الْعَظْمُ لَيُخْبِرُنِيْ أَنَّهُ مَسْمُوْمٌ) ‘এ হাড্ডি আমাকে বলছে যে এর সঙ্গে বিষ মিশ্রিত করা হয়েছে।’

এরপর নবী কারীম (সা.) যায়নাবকে ডাকিয়ে নিয়ে তাকে যখন বিষয়টি জিজ্ঞেস করলেন তখন সে বিষ প্রয়োগের কথা স্বীকার করল। তিনি তাকে পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, ‘তুমি এমন কাজ করলে কেন? সে উত্তরে বলল, ‘আমি চিন্তা করলাম যে, এ ব্যক্তি যদি বাদশাহ হন তাহলে আমরা তাঁর থেকে নিষ্কৃতি লাভ করব, আর যদি তিনি নবী হন তাহলে তাঁকে এ সংবাদ জানিয়ে দেয়া হবে এবং তিনি বেঁচে যাবেন।' তার এ কথা শুনে নবী কারীম (সা.) তাকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন।

❖ সাহাবিদের সবরের দৃষ্টান্ত

- **খুবায়ের রা: সবর**

৪র্থ হিজরির সফর মাসে কুরায়েশরা ষড়যন্ত্র করে ‘আযাল ও ক্বাররা গোত্রের সাতজন লোককে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়াসাল্লামের এর দরবারে পাঠায়। তারা গিয়ে আরজ করে যে, আমাদের গোত্রের মধ্যে ইসলামের কিছু চর্চা রয়েছে। তাদেরকে দ্বীন শিক্ষাদানের জন্য ও কুরআন পড়ানোর জন্য কয়েকজন উঁচু মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবিকে পাঠালে আমরা উপকৃত হ’তাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সরল বিশ্বাসে তাদের গোত্রে ‘আছেম বিন সাবিত (রা.)-এর নেতৃত্বে ৬ জন মুহাজির ও ৪ জন আনসারসহ ১০ জনের

একটি মুবাল্লিগ দল প্রেরণ করেন। তারা রাবেগ ও জেদ্দার মধ্যবর্তী রাজী‘ নামক ঝর্ণার নিকটে পৌঁছলে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী হুযায়েল গোত্রের শাখা বনু লেহিয়ানের ১০০ তিরন্দাজ তাদের উপর হামলা করে। এতে ‘আছেম রা: সহ ৮ জন শহীদ হন এবং খুবায়েব বিন ‘আদী ও যায়েদ বিন দাছিনাহ কে তারা মক্কায় নিয়ে বিক্রি করে দেয় । হারেছ বিন আমেরের পুত্ররা খুবায়েব রা: ক্রয় করে নেয়। কারণ বদর যুদ্ধের দিন খুবায়েব (রা.) হারিছ ইবনু আমিরকে হত্যা করেছিলেন। খুবায়েব (রা.) কিছু দিন তাদের নিকট বন্দী থাকেন। হারাম এলাকা থেকে বের করে ৬ কি. মি. উত্তরে ‘তানঈম’ নামক স্থানে খুবায়েব (রা:) কে শূলে চড়িয়ে একে একে হাত-পা কেটে মর্মান্তিকভাবে তাকে হত্যা করা হয়। শহিদ হওয়ার সময় তিনি সামান্য উহ শব্দটি পর্যন্ত করেন নি ।

- **সুমাইয়া রা: সবর**

মক্কায় হজরত সুমাইয়ার পরিবারের ওপর কুরাইশদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সাহায্য করার মতো কেউ ছিল না (যেহেতু তারা বহিরাগত ও দাস ছিলেন)। তাই তারা অনেক নির্মম অত্যাচারের শিকার হয়েছেন। আবু জাহেল ও তার সঙ্গী কুরাইশরা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অত্যাচার চালাত। তবে মুহাম্মাদ (সা.) এর চাচা আবু তালিব ও হজরত আবু বকরের রা: দ্বারা তাদের নিরাপত্তার চেষ্টা করেছিলেন।

কুরাইশরা তাদের পরিবারের সবাইকে লোহার বর্ম পরিয়ে প্রচণ্ড রোদে দাঁড় করিয়ে রাখত। ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, এই অত্যাচারের সময়েই সুমাইয়া, সুমাইয়ার স্বামী ইয়াসির ইবনে আমির ও ছেলে আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াসির শাহাদাত বরণ করেন। প্রতিদিনের মতো সারা দিন অত্যাচারিত হয়ে সুমাইয়া বিনতে খাব্বাত বাড়ি ফিরলেন। সন্ধ্যায় আবু জাহেল অশালীন ভাষায় গালাগাল করতে থাকল। কিন্তু সেদিকে সুমাইয়া রা. কোন ভ্রূক্ষেপ না করে ধৈর্য ধরলেন। একপর্যায়ে ক্রোধের বশবর্তী হয়ে বৃদ্ধা এই নারীর দিকে বর্শা ছুঁড়ে মারে আবু জাহেল। সেটি তাঁর পেটের নিম্নভাগে আঘাত হেনে পেছন দিক দিয়ে বেরিয়ে আসে। সঙ্গে সঙ্গে সুমাইয়া (রা.) শাহাদাত বরণ করেন। লাভ করেন ইসলামের প্রথম শহিদ হওয়ার গৌরবোজ্জ্বল মর্যাদা।

- **বেলাল রা: সবর**

যে সকল সাহাবী কাফেরদের নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন বিলাল (রা.) তাদের অন্যতম। তাকে কঠিন শাস্তি দেয়া হয়েছে। আল্লাহর জন্য নিজের জানকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন এবং স্বজাতির কাছে নিজেকে ছেড়ে রেখেছিলেন। মুশরিকরা তাঁকে দুষ্ট ছেলেদের হাতে তুলে

দিয়েছিল। ওরা তাঁকে মক্কার গলিতে টেনে নিয়ে বেড়াত, আর তিনি বলতেন, আহাদ, আহাদ।

বিলাল (রা.) উমাইয়া বিন খালফের দাস ছিলেন। উমাইয়া তাকে লাঠি দিয়ে আঘাত করত, উত্তপ্ত রৌদ্রে অভুক্ত অবস্থায় ফেলে রাখত। যখন দ্বি-প্রহরের কঠিন রোদে বালু উত্তপ্ত হয়ে উঠতো তখন তাকে মক্কার মরুভূমিতে নিয়ে যেত, অতঃপর চিৎ করে শুইয়ে তার বক্ষদেশে বিশাল একটি পাথর চাপিয়ে দিত। তখন তিনি বলতেন, আহাদ, আহাদ (আল্লাহ্ এক, আল্লাহ্ এক)। একদা আবু বকর (রা.) তাঁর নিকট দিয়ে অতিক্রম করলেন, সে সময় তার শাস্তি হচ্ছিল। তিনি তাকে একটি কৃষ্ণ দাসের বিনিময়ে ক্রয় করেন। মতান্তরে তিনি তাকে পাঁচ উকিয়া (দু'শ দিরহাম) রৌপ্যের বিনিময়ে ক্রয় করে আজাদ করে দিয়েছিলেন। অমানবিক কষ্ট সহ্য করা সত্যেও দ্বীনের প্রতি তার অটল অবিচলতা কেয়ামত পর্যন্ত অমর ও শিক্ষনীয় হয়ে থাকবে।

❖ **বিখ্যাত তাবেঈর সবর**

ওরওয়া বিন যুবাইর (র:) ছিলেন তাবিঈনদের অনেক বড় ও মর্যাদাবান ব্যক্তি। তার একজন আদরের সন্তান ছিল অনেক সুন্দর ও সুদর্শন নাম ছিল মুহাম্মাদ। তিনি একদা ওয়ালিদের দরবারে গেলেন। তখন ওয়ালিদ আশ্চর্য হয়ে বললো, কুরাইশের ছেলেরা এত সুন্দর হতে পারে! ওয়ালিদ তার জন্য সামান্য বরকতের দোয়াও করলো না। অতঃপর ওয়ালিদের বদনজর তার ওপর লেগে গেল। এরপরে মুহাম্মাদ বিন ওরওয়া সেখান থেকে বের হয়ে বাড়ি ফিরছিলো। ঠিক তখনি সে সওয়ারির আস্তাবলে পড়ে গেলো। আর উঠতে পারেনি। ততক্ষণে সওয়ারীগুলো তাকে পিষ্ঠ করে মেরে ফেললো।

এরপরে ওরওয়া-র পায়ে ক্যান্সার হলো। ডাক্তার যা বললো তা ছিল ভয়ানক। ডাক্তাররা বললো, তার পায়ে অস্ত্রোপচার করা হবে। নয়তো বিষের ক্রিয়া শরীরের অন্য জায়গাতেও সংক্রমিত হতে পারে। ডাক্তাররা তাই করতে শুরু করলো, অপারেশনের সময় যখন ছুরি ওরওয়া-র হাঁড়ে গিয়ে পৌঁছালো; তখন তিনি বেহুঁশ হয়ে গেলেন। সেসময় তার চেহারা থেকে ঘাম ঝরে পড়ছিলো, তখনও তিনি "লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ ও আল্লাহু আকবার বলে আল্লাহর যিকির করতে ছিলেন।" (সুবহানাল্লাহ! কত ধৈর্যধারণ করেছেন।)

অতঃপর ওরওয়া ছেলেকে কাছে টেনে বললেন, আজ তোমার আর আমার ওপর যে কষ্ট এসেছে তা আল্লাহ-র পরীক্ষা। আল্লাহ জানেন, আমি তোমাকে নিয়ে কখনো আল্লাহ-র অসন্তুষ্টিমূলক কোনো কাজ ও পাপের দিকে রওয়ানা হইনি। অতঃপর তার সন্তানকে গোসল

ও কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করার আদেশ দিলেন। এরপরে কবরস্থানের দিকে নিয়ে যেতে বললেন। দাফন সম্পন্ন করে ফেরার পথে যখন কিনা তার মনে অনেক কষ্ট, একদিকে সন্তানহারা কষ্টের পতাকা হৃদয়াকাশে উড়ছে, অপরদিকে তার একটি পা কেটে পঙ্গু করে দেওয়া হয়েছে, তখন তিনি বললেন-আজকের এ সফর আমাকে ক্লান্ত করে দিয়েছে। যখন অপারেশনের ডাক্তাররা তাকে বললো, আপনাকে এমন কোনো ওষুধ দেওয়া হবে-সেটা পান করলে আপনি আর ব্যথা পাবেন না? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, আল্লাহ আমাকে মুসিবতের মধ্যে ফেলেছেন আমাকে পরীক্ষা করার জন্য ও আমার ধৈর্যকে দেখার জন্য।

১৭) সবরের সফলতা

❖ চিরস্থায়ী জান্নাতের প্রবেশের সুযোগ:

আল্লাহ মুমিনদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন, জান্নাতে প্রবেশের পূর্বে তোমার উপর হাজারো কষ্ট নিপতিত হবে, সুতরাং তাতে তোমরা ধৈর্যধারণ করতে হবে। তাহলেই তুমি পাবে জান্নাতের সুখ, পাবে আখেরাতের হাজারো নিয়ামত। পবিত্র কুরআনুল কারিমে আল্লাহ ইরশাদ করেন-

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم ۖ مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ
الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ

তোমাদের কি এই ধারণা যে, তোমরা জান্নাতে চলে যাবে, অথচ সে লোকদের অবস্থা অতিক্রম করনি যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়েছে। তাদের উপর এসেছে বিপদ ও কষ্ট। আর এমনি ভাবে শিহরিত হতে হয়েছে যাতে নবি ও তাঁর প্রতি যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে পর্যন্ত একথা বলতে হয়েছে যে, কখন আসবে আল্লাহর সাহায্যে! তোমরা শোনে নাও, আল্লাহর সাহায্যে একান্তই নিকটবর্তী (সূরা বাকারা - ২১৪)।

আনাস (রাযি.) হতে বর্ণিত আছে যে,

عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: জান্নাত দুঃখ-কষ্ট ও শ্রমসাধ্য বিষয় দ্বারা ঘেরা এবং জাহান্নাম কুপ্রবৃত্তি ও লোভ-লালসা দ্বারা ঘেরা (সহিহ মুসলিম (৮/১৪২-১৪৩)।

জান্নাতে যেতে হলে মুমিন বান্দাকে হাজারো কষ্ট সহ্য করতে হবে ও তাতে সবর করতে হবে। 'কষ্টের মাধ্যমে ঘিরে রাখা হয়েছে' মানে হলো জান্নাতের ঐ সুখ-শান্তি পেতে হলে বুকে ধারণ করতে হবে পৃথিবীর হাজারো মুসিবত। সহ্য করতে হবে হাজারো দুঃখ-বেদনা। 'জাহান্নামকে ঘিরে রাখা হয়েছে প্রবৃত্তির মাধ্যমে' অর্থাৎ হলো গুনাহ থেকে বিরত থাকার উপর ধৈর্যধারণ করা ছাড়া কেউ নিজেকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্ত করতে পারবে না জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না ।

- **ধৈর্যশীলদের জান্নাতে প্রশংসার বাড়ি :**

যখন কোনো ব্যক্তির সন্তান হারিয়ে সে বিরহ-বেদনা সহ্য করে ধৈর্যধারণ করবে, আল্লাহ প্রতিদান হিসেবে তার জন্য জান্নাতে একটি বাড়ি নির্মাণ করে দিবেন, যার নাম হলো "বায়তুল হামদ" বা প্রশংসার বাড়ি। প্রিয়জনকে হারিয়ে যদি মুমিন মুসলমান কোনো অশুভ আচরণ না করে ধৈর্যধারণ করে তাহলে আল্লাহ-র নির্দেশে জান্নাতের সেই সুখময় উদ্যানে তার জন্য বাড়ি নির্মাণ করা হবে।

আবু মুসা আশআরি বলেন, রাসুল বলেন:
"যখন কারো সন্তান মৃত্যুবরণ করে, তখন আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে বলেন-তোমরা আমার এক বান্দার সন্তানকে নিয়ে এসেছো? তখন তারা উত্তরে বলে-'জ্বী।' আল্লাহ আবার জিজ্ঞেস করেন- 'তোমরা কি তার অন্তরের প্রশান্তি নিয়ে এসেছো?' ফেরেশতারাও উত্তরে বলে- 'জি।' তখন আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন-'আমার বান্দা কি বললো?' তারা বলে-'সে বান্দা আপনার প্রশংসা করেছে এবং (ইন্নালিল্লাহি ও ইন্না ইলাইহি রাজিউন) দুয়া পাঠ করেছে। তখন আল্লাহ বলেন-'যাও, তোমরা আমার সে বান্দার জন্য জান্নাতে একটি বাড়ি নির্মাণ করো এবং সেই বাড়ির নাম রেখে দাও 'বায়তুল হামদ' (সুনানে তিরমিজি - ১০২১)

- **পরকালে বিনা হিসাবে অগণিত সওয়াব প্রদান :**

পরকালে ধৈর্যশীলদেরকে বিনা হিসাবে সওয়াব দেওয়া হবে হবে । যেমন কুরআনুল কারিমে এসেছে :
اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ
কেবল ধৈর্যশীলদেরকেই তাদের প্রতিদান পূর্ণরূপে দেয়া হবে কোন হিসাব ছাড়াই (সূরা যুমার -১০)।

أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَ يَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ
তাদেরকে দু'বার প্রতিদান দেয়া হবে। এ কারণে যে, তারা ধৈর্যধারণ করে এবং ভাল দ্বারা মন্দকে প্রতিহত করে। আর আমি তাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে (সূরা কসাস – ৫৪)

সুলাইমান ইবনু কাসেম বলেন-
প্রত্যেক সওয়াবের প্রতিদান সর্ম্পকে জানা যায়, কিন্তু ধৈর্যটা এর ব্যতিক্রম। কেননা সবরের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ তায়ালা সীমাহীন প্রতিদান দিবেন (যাম্মুল হাওয়া - ৬০) ।
আজওয়াই রহিমাহুল্লাহ বলেছেন ধৈর্যশীলদের মহান আল্লাহ তায়ালা এক বেশি সওয়াব দিবেন যা মাপা গণনা করা সম্ভব নয় (ইবনে কাসীর ৪/৬৩)

- **জান্নাতের প্রতি আসক্তি**

মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতের প্রতি আসক্তি অনুভব করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে দুনিয়ার তিক্ততা অনুভব না করে। সুতরাং মানুষ দুনিয়াতে পরীক্ষিত হলে জান্নাতের প্রতি আসক্তি অনুভব করে

- **দ্বীনের নেতৃত্ব দান:**

আল্লাহ তায়ালা কোরআনে ধৈর্যশীলদের দ্বীনের নেতা হিসেবে মনোনীত করার প্রসঙ্গে বলেছেন।
وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ
"তারা ধৈর্যধারণ করতো বিধায় আমি তাদের মধ্যে থেকে নেতা মনোনীত করেছিলাম-যারা আমার আদেশে পথপ্রদর্শন করতো। তারা আমার আয়াত সমূহে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিল (সূরা সাজেদাহ - ২৪) ।

- **মুমিনদেরকে পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দেয়ার জন্য পরীক্ষার মাধ্যমে প্রস্তুত করা হয়:**

ইমাম শাফেয়িকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল: "কোনটি উত্তম : ধৈর্য, পরীক্ষা নাকি ক্ষমতায়ন ? তিনি বলেন: ক্ষমতায়ন নবিদের স্তর। পরীক্ষা করা ছাড়া ক্ষমতায়ন করা হয় না। যখন পরীক্ষা করা হয় তখন ধৈর্য ধারণ করেন। ধৈর্য ধারণ করলে ক্ষমতা দেয়া হয়।

- **আল্লাহর দাসত্ব বাস্তবায়ন:**

অনেক মানুষ তার কুপ্রবৃত্তির দাস; আল্লাহর দাস নয়। সে প্রকাশ্যে ঘোষণা দেয় যে, সে আল্লাহর দাস। কিন্তু যখন কোন পরীক্ষার মুখোমুখি হয় তখন সে বিপরীত দিকে ধাবিত হয়, দুনিয়া ও আখিরাত উভয় দিকে ক্ষতির সম্মুখীন হয় । এটা হচ্ছে সুস্পষ্ট ক্ষতি ।
আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَ مِنَ النَّاسِ مَنۡ یَّعۡبُدُ اللّٰهَ عَلٰی حَرۡفٍ ۚ فَاِنۡ اَصَابَهٗ خَیۡرُۨ اطۡمَاَنَّ بِهٖ ۚ وَ اِنۡ اَصَابَتۡهُ فِتۡنَۃُۨ انۡقَلَبَ عَلٰی وَجۡهِهٖ ۟ۚ خَسِرَ الدُّنۡیَا وَ الۡاٰخِرَۃَ ؕ ذٰلِکَ هُوَ الۡخُسۡرَانُ الۡمُبِیۡنُ

“মানুষের মাঝে কেউ কেউ আল্লাহ্‌র ইবাদত করে দ্বিধাদ্বন্ধের সাথে। তার কোন মঙ্গল হলে এতে তার চিত্ত প্রশান্ত হয়। আর কোন বিপর্যয় ঘটলে সে বিপরীত মুখে ধাবিত হয় (অর্থাৎ কুফরের দিকে ফিরে যায়), দুনিয়া ও আখিরাত উভয়টার লোকসান দেয়। অবশ্যই এটা সুস্পষ্ট লোকসান।”(সূরা হাজ্জ, আয়াত: **১১**)

❖ **গুনাহ মোচন ও আত্মিক পরিশুদ্ধি:**

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “মুমিন নর-নারীর জীবন, সন্তান ও সম্পদের উপর পরীক্ষা চলতে থাকে। এক পর্যায়ে সে আল্লাহ্‌র সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করে যে, তার কোন গুনাহ থাকে না (সুনানে তিরমিযি - ২৩৯৯)।

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “যদি আল্লাহ্ কোন বান্দার ভাল চান দুনিয়াতে অগ্রিম তাকে শাস্তি দিয়ে দেন। আর যদি বান্দার অকল্যাণ চান বান্দার পাপটাকে ধরে রাখেন যাতে করে কিয়ামতের দিন পূর্ণভাবে এর শাস্তি দিতে পারেন।(সুনানে তিরমিযি - ২৩৯৬)।

❖ **সওয়াব অর্জন ও মর্যাদা বৃদ্ধি:**

আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “কোন মুমিন যদি একটি কাঁটা দ্বারা কিংবা এর চেয়ে বেশি কিছু দ্বারা আক্রান্ত হয় এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন কিংবা তার একটি গুনাহ হ্রাস করেন (সহিহ মুসলিম ২৫৭২)।

❖ **অন্তরে অহমিকা সৃষ্টি না হওয়া**

মানুষ সর্বদা সুখে-শান্তিতে ও সচ্ছল অবস্থায় থাকলে তার মনে অহংকার সৃষ্টি হতে পারে। সেজন্য আল্লাহ মানুষের উপরে বিভিন্ন বিপদাপদ দিয়ে থাকেন, যাতে তার মধ্যে আত্মম্ভরিতা ও আত্মগৌরব তৈরি হতে না পারে। ফলে সবরের পরীক্ষা তার জন্য উপকারী হয়ে থাকে।

❖ **আল্লাহকে সর্বদা স্মরণে রাখা:**

অধিকাংশ মানুষ সুখের সময়ে মহান আল্লাহকে ভুলে থাক কঠিন সময়গুলোতে সে আল্লহর কথা ভুলে থাক তবে । তাই মহান আল্লাহ তায়ালা বিপদাপদ ও পরীক্ষার মাধ্যমে বান্দাকে তাঁর ও তাঁর নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেন হয়।

- **আল্লাহর ক্ষমতা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ:**

পরীক্ষা গ্রহণের অন্যতম হিকমত হচ্ছে আল্লাহর কুদরত ও ক্ষমতা সম্পর্কে বান্দাকে অবগত করানো। এতে বান্দার কাছে সুস্পষ্ট হয় যে, আল্লাহ বিপদ দিতে পারেন এবং পরিত্রাণ দানেরও ক্ষমতা রাখেন।

- **মুমিন দের প্রতি আল্লাহর ভালোবাসার বহি:প্রকাশ:**

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'আল্লাহ যখন কোন জাতিকে ভালোবাসেন তখন তাদেরকে (বিপদে ফেলেন) পরীক্ষা করেন। যে ব্যক্তি তাতে (বিপদে) সন্তুষ্ট থাকে, তার জন্য (আল্লাহর) সন্তুষ্টি। আর যে ব্যক্তি তাতে অসন্তুষ্ট হয়, তার জন্য (আল্লাহর) অসন্তুষ্টি'। সুতরাং আল্লাহর পরীক্ষা প্রমাণ করে যে, তিনি মুমিন বান্দাকে ভালোবাসেন।

- **তাওহীদ, ঈমান ও তাওয়াক্কুলের অন্যতম একটি শিক্ষা:**

মানুষের উপর যখন বালা-মুসিবত পতিত হয় তখন সে জানতে পারে যে সে একজন দুর্বল দাস। তার রব ছাড়া নিজের কোন ক্ষমতা নেই ,শক্তি নেই। তখন সে মহান রবের উপর পরিপূর্ণভাবে নির্ভর (তাওয়াক্কুল) করে। পরিপূর্ণভাবে তাঁর কাছে আশ্রয় নেয় । তার গৌরব, অহমিকা, অহংকার, আত্মপ্রীতি, প্রবঞ্চনা ও গাফলতির পতন হয়। কারণ সে বুঝতে পারে যে, সে এক অসহায় ব্যক্তি যে তার মনিবের শরণাপন্নের মুখাপেক্ষী, এমন এক দুর্বল ব্যক্তি যে মহাশক্তিধর ও পরাক্রমশালীর আশ্রয়ের প্রার্থী ।

- **মানুষের অন্তর থেকে আত্মপ্রীতি দূর ও আল্লাহর নিকটবর্তী করে:**

ইউনুস বিন বুকাইর ‘যিয়াদাতুল মাগাজি’ গ্রন্থে রাবিঅ বিন আনাস বর্ণনা করেন যে তিনি বলেন: হুনায়নের দিন এক লোক বলল: আজ আমরা সংখ্যা স্বল্প হওয়ার কারণে পরাজিত হব না। এ কথাটি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কঠিন মনে হল। ফলে যুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে মুমিনরা মনোবল হারিয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।

ইবনুল কাইয়্যেম যাদুল মাআদ গ্রন্থে (৩/৪৭৭) বলেন:
“আল্লাহ্ তাআলার হিকমতের দাবি ছিল মুসলমানদের সংখ্যা ও রসদের আধিক্য এবং শক্তির দাপট থাকা সত্ত্বেও প্রথমে তাদেরকে পরাজয়ের তিক্ততা আস্বাদন করানো; যাতে করে এমন

কিছু মাথাকে নত করে দিতে পারেন যারা বিজয়ের সুখে মাথা উঁচু করে আছে। যে মাথাগুলো আল্লাহ্‌র শহর ও তাঁর হারামে সেইভাবে প্রবেশ করেনি যেভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রবেশ করেছেন— ঘোড়ার পিঠে মাথা নীচু করে; এমনকি তাঁর থুতনি ঘোড়ার লাঘাম স্পর্শ করার উপক্রম হয়েছিল; তার রবের প্রতি বিনয় প্রকাশার্থে এবং তাঁর মহত্ত্বের প্রতি নত হয়ে, তাঁর কর্তৃত্বের প্রতি বিনীত হয়ে।

- **প্রকৃত ও সুবিধাভোগী বন্ধুদের চিনা:**

যেমনটি কবি বলেছেন: আল্লাহ্ বিপদমুসিবতকে উত্তম প্রতিদান দিন যদিও সেই বিপদগুলো আমার গলায় লালাকে আটকে দেয়। আমি তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যেহেতু তার মাধ্যমে আমি শত্রু থেকে বন্ধুকে চিনতে পেরেছি।

- **দুনিয়ার স্বরূপ ও চাকচিক্যকে বুঝতে পারা:**

চিরস্থায়ী ও প্রকৃত জীবন হচ্ছে এই দুনিয়ার পরবর্তী জীবন। এ ক্ষনস্থায়ি সুখের জীবন একদিন শেষ হয়ে যাবে মানুষ পদার্পন করবে অনন্ত আখিরাতের জীবনে। সেখানে থাকবে না দুনিয়ার মত দু:খ কষ্ট বরং মনে ইচ্ছা হওয়ার সাথে সাথে মহান রবের হুকুমে তাদের সামনে উপস্থিত হবে অকল্পনীয় নেয়ামতরাজি। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেছেন

وَ مَا هٰذِهِ الۡحَیٰوۃُ الدُّنۡیَاۤ اِلَّا لَهۡوٌ وَّ لَعِبٌ ؕ وَ اِنَّ الدَّارَ الۡاٰخِرَۃَ لَهِیَ الۡحَیَوَانُ ۘ لَوۡ کَانُوۡا یَعۡلَمُوۡنَ

আর নিশ্চয় আখেরাতের জীবনই তো প্রকৃত জীবন; যদি তারা জানত (সূরা আনকাবুত - ৬৪)

এই দুনিয়া হচ্ছে দুর্দশা, ক্লান্তি ও দুশ্চিন্তায় ভরপুর সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন-

لَقَدۡ خَلَقۡنَا الۡاِنۡسَانَ فِیۡ کَبَدٍ

“নিঃসন্দেহে আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি কষ্ট-ক্লেশের মধ্যে।”[সূরা বালাদ, আয়াত: ৪]

- **সুস্থতা ও নিরাপত্তার নেয়ামতকে স্মরণ করা:**

মানুষকে মহান আল্লাহ সুস্থতা ও নিরাপত্তার নেয়ামতদ্বয় ভোগ করান রোগ-ব্যাধি ও বিপদ-আপদ না থাকলে এ নেয়ামতদ্বয়ের মিষ্টতা অনুভব করত না ও যথাযথ মর্যাদা দিত না। বিপদমুসিবত নেয়ামতদাতা ও নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় । যার ফলে এটি আল্লাহ্‌র নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা ও তাঁর প্রশংসা করার কারণ হবে।

১৮) সবরের গুনাবলি অর্জনের উপায়

ধৈর্য বা সবর হল কোনো ক্ষতিকর উপায়ে প্রতিক্রিয়া না দেখিয়ে চ্যালেঞ্জের মুখে নিজের কাজ ও আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা। ধৈর্য সৌভাগ্যের প্রতীক। ধৈর্যহীন ব্যক্তি আলোহীন মশালের মতো। ধৈর্য জন্মগত কিংবা পৈতৃক সূত্রে পাওয়া কোনো কিছু নয়। কেউ যদি নিজেকে ধৈর্যশীল বান্দা হিসেবে গড়ে তুলতে চায়, তাহলে তার জন্য সম্ভব।

- **আল্লাহর একচ্ছত্র ইচ্ছাকে মেনে নেওয়া :** এ কথা বিশ্বাস করা যে সব কিছুর রাজত্ব একমাত্র আল্লাহর। ইরশাদ হয়েছে, ‘তিনি যা চান তা-ই করতে পারেন। তাঁর কোনো কাজের ওপর প্রশ্ন করার কারো কোনো অধিকার নেই।’ আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘তিনি যা করেন সে বিষয়ে তিনি জিজ্ঞাসিত হবেন না; বরং তাদের জিজ্ঞাসা করা হবে। ’ (সুরা : আম্বিয়া, আয়াত : ২৩)

- **মানুষের সব কিছু লিপিবদ্ধ :** সব বিষয় আল্লাহর কাছে লিপিবদ্ধ আছে। আমার কখন কোন মুসিবত আসবে তা আল্লাহর কাছে লিপিবদ্ধ আছে। অসুস্থতা, দারিদ্র্য, দুঃখ-বেদনা, যাবতীয় কল্যাণ-অকল্যাণ—সব কিছু আল্লাহর কাছে লিপিবদ্ধ আছে, এ ধারণা একজন মুমিনের সর্বদাই পোষণ করা। ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, ‘যদি সব উম্মত তোমার কোনো উপকারের উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়, তাহলে ততটুকু উপকার করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহ তাআলা তোমার জন্য লিখে রেখেছেন।

অন্যদিকে যদি সব উম্মত তোমার কোনো ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে একতাবদ্ধ হয়, তাহলে ততটুকু ক্ষতি করতে সক্ষম হবে, যতটুকু আল্লাহ তাআলা তোমার তাকদিরে লিখে রেখেছেন। কলম তুলে নেওয়া হয়েছে এবং লিখিত কাগজও শুকিয়ে গেছে।’ (তিরমিজি, হাদিস : ২৫১৬)

- **পার্থিব জীবন সবার জন্য পরীক্ষা :** এ কথা বিশ্বাস করা যে পৃথিবীতে যত মানুষ এসেছে কেউই আপদমুক্ত নয়। ছোট-বড় বিপদ-আপদে সবাই আক্রান্ত হয়েছে। এ দুনিয়া বিপদের জায়গা।

তাই এমন ধারণা পোষণ করা যে আমার কোনো ধরনের বিপদ-আপদ আসবে না, তা চরম ভুল। বরং এর মধ্যে বেঁচে থাকতে হবে। আল্লাহ তাআলা কখনো কখনো পরীক্ষার জন্য বিপদ দিয়ে থাকেন, আবার গুনাহ মাফ করার জন্য বিপদ দিয়ে থাকেন, বান্দাকে আরো আল্লাহর নিকটবর্তী করে তোলার জন্য বিপদ দিয়ে থাকেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘মানুষ

কি মনে করেছে যে আমরা ঈমান এনেছি—এ কথা বললে তাদের পরীক্ষা না করে অব্যাহতি দেওয়া হবে?’ (সুরা আনকাবুত - ২/৩)

- **বিপদ মানুষকে আল্লাহমুখী করে :** বান্দা যেন বিপদে পড়ে আল্লাহর কাছে ফিরে আসে, সে জন্য আল্লাহ বান্দাকে ছোট-বড় বিপদ দিয়ে থাকেন—এই বিশ্বাস স্থাপন করা। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘যারা তাদের ওপর বিপদ এলে বলে, আমরা তো আল্লাহরই। আর নিশ্চয়ই আমরা তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী।’ (সুরা : বাকারাহ, আয়াত : ১৫৬)

- **মানুষের জন্য কল্যাণের দোয়া করা :** বান্দার জানা নেই তার জন্য কোনটা কল্যাণকর আর কোনটা অকল্যাণকর। তাই কখনো কখনো বিপদ তার জন্য আশীর্বাদ নিয়ে আসে। আল্লাহ তাআলা কোরআনে স্পষ্ট করে বলেছেন, ‘তোমরা যা অপছন্দ করো হতে পারে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং যা ভালোবাসো, হতে পারে তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন তোমরা জানো না।’ (সুরা : বাকারাহ, আয়াত : ২১৬)

- **বিপদে ধৈর্য ধারণের প্রতিদানের কথা স্মরণ :** এ কথা চিন্তা করা যে দুনিয়া কারো স্থায়ী জায়গা নয়, বরং এটি একটি স্টেশনের মতো। তাই ছোট ছোট মুসিবতের ওপর যদি ধৈর্য ধারণ করি, তাহলে আল্লাহ তাআলা এর জন্য অনেক বড় বিনিময় দান করবেন। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেছেন, দুনিয়া মুমিনের জন্য কয়েদখানা এবং কাফিরের জন্য জান্নাততুল্য। (মুসলিম, হাদিস : ৭৩০৭)

- **আল্লাহর পরিকল্পনায় আস্থা রাখা :** আমাদের মনে রাখা উচিত যে জীবনের প্রতিটি বিপদ আপদ এক একটি চিহ্ন বহন করে যে ঐ বিপদ আপদের বদৌলতে মহান আল্লাহ আমাদের জন্য উত্তম প্রতিদান রেখেছেন এবং আমাদেরকে তিনি ভালোবাসেন।

- **দ্বন্দ্ব এড়িয়ে চলা :** যথাসম্ভব দ্বন্দ্ব এড়ানোর মাধ্যমে মানুষ অনেক ঝামেলা থেকে বেঁচে থাকতে পারে ।

- **প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা পরিহার করা:** মানুষ তার জিহ্বার অপব্যবহারের কারণে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় । অনর্থক কথা পরিহার করা ও কথা বলার পূর্বে ভেবে চিন্তে কথা বললেও সে নিরাপদ থাকে ।

- **মানুষের থেকে পাওয়া কষ্টের প্রকৃত কারণ খুঁজে বের করা:** দুনিয়ার কোনো মানুষ যদি কষ্ট দিয়ে থাকে, তাহলে এর জন্য সুন্দর ব্যাখ্যা বের করার চেষ্টা করা। যেকোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে একটি সুন্দর ব্যাখ্যা দাঁড় করানো। যেমন কোনো ব্যক্তি আপনাকে রূঢ় ভাষায় আক্রমণ করেছে। আপনি মনে মনে ভাবলেন, লোকটা মনে হয় এমনিতেই রাগী। তাই আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলেছে। তার স্বভাব এটা। সুন্দরভাবে কারো সঙ্গে কথা বলতে না পারা, এটা এক ধরনের তার অসুস্থতা।

এ ছাড়া ধৈর্যশীলদের সংশ্রবে থাকলেও তাদের মধ্যে এই গুণ ধীরে ধীরে চলে আসবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে ধৈর্যশীল বান্দা হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমিন।

১৯) সবর অবলম্বন করা অত্যাবশ্যকিয় নয় যেখানে

ক) গান শুনা হারাম। রাত জেগে গানের অনুষ্ঠানে থাকা কষ্টকর তার পরও সবর করে গান শুনতে থাকে। এই কাজে সবর করা শরীয়তে নিষেধ ।

খ) অনেকের অভ্যাস রাত জেগে টেলিভিশন দেখা। ঘুমে পড়ে যায় তারপরও টেলিভিশনের রিমোট ছাড়ে না। সে যে অনুষ্ঠান উপভোগ করছে, তা যদি হারাম হয় তবে এই ধরনেন সবর করাও হারাম।

গ) যাদের ইন্টার নেট ব্রাউজ করার নেশা আছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় নিয়ে তারা সবর করে ইন্টার নেট ব্রাউজ করে। তারা যদি হারাম কোন কাজ নেটের মাধ্যমে করে থাকে তাদের এই ধরনের সবর করা নিষেধ ।

ঘ)যেখানে সবর করলে মারাত্মক বিপর্যয় ঘটতে পারে। যেমন কোন স্থানে আর অপেক্ষা করলে হিংস্র প্রাণী বা চোর-ডাকাত দ্বারা জান-মালের ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে ঐ স্থানে ধৈর্য ধারণ করে অপেক্ষা করা সম্পূর্ণ হারাম।

২০) উপসংহার

সবর মুমিনের জীবনবৃত্তের কেন্দ্রবিন্দু, যার চারপাশে আবর্তিত হয় তার জীবন। সবর ইমান-বৃক্ষের গুঁড়ি, যার ওপর ভর দিয়ে ইমান দাঁড়িয়ে থাকে। কারণ সবরহীন ইমান অত্যন্ত দুর্বল। দুর্বল ইমানদার আল্লাহর ইবাদত করে দ্বিধার সঙ্গে। যখন কল্যাণ লাভ করে, তার অন্তর প্রশান্ত হয় আর কোনো বিপর্যয় ঘটলে সে তার পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়- ফলে সে দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দুর্ভাগ্য ছাড়া এদের কিছুই অর্জিত হয় না। ধৈর্য একটি উত্তম চারিত্রিক গুণ ও অনন্য মানবিক বৈশিষ্ট্য। এই গুণ ও বৈশিষ্ট্যই মানুষকে অসুন্দর ও অনভিপ্রেত কার্যকলাপ থেকে বিরত রাখে পাশাপাশি এটি একটি আত্মিক শক্তিও বটে। এই শক্তিবলে মানুষ আত্মিক ও বৈষয়িক বিষয়গুলো সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে পারে।

সবর এমন একটি মৌলিক গুণ যা প্রত্যেক মুমিনের জীবনে অনুশীলন অত্যাবশ্যকিয় । এই পৃথিবীতে মানুষ যে জীবন যাপন করে তা হল পরকালের জীবনের পূর্বসূরি। আখিরাতে সফল হওয়ার জন্য মুমিনদের এখানে কঠোর পরিশ্রম করতে হয় । মহান আল্লাহ তায়ালার নিকটবর্তী হওয়ার জন্য ও সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতির মাধ্যমে পরীক্ষা করেন। মহান রবের সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তে মুমিনগণ কষ্টের মুহূর্তগুলোতে ধৈর্য ধরার চেষ্টা করেন ।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে এবং ইসলামে ধৈর্যের একটি বড় মর্যাদা রয়েছে। ধৈর্য হল সর্বোত্তম মানবীয় গুনাবলীর একটি এবং এর কোন সীমা ছাড়াই মহা পুরস্কার রয়েছে। ধৈর্য বা সবর এমন একটি গুণ যাকে ইসলাম অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়। মুমিন সংযমতা অবলম্বনের মাধ্যমে আল্লাহর ইচ্ছার কাছে তার নিজেকে অঙ্গীকারবদ্ধ করে এবং মহান রবের বিধিবিধান পালন করে সর্বাত্মক সচেষ্ট থাকে ।
ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিচালনার জন্য ইসলাম আমাদের নির্দেশনা ও শিক্ষা দেয়। তাই এটি আমাদের শেখায় যে আমাদের কঠিন পরিস্থিতিতে আমাদের ধৈর্য ধরতে হবে , মনোবল হারানো যাবে না । কারণ সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে তিনি কখনই আমাদের একা ছেড়ে যাবেন না।

ধৈর্যশীলতা একজন মুমিনকে যেকোনো জটিল পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতে এবং তা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করে ।ধৈর্য বা সবর হল আল্লাহর সবচেয়ে বড় নেয়ামত ও রহমতের মধ্যে একটি যা তিনি মুমিনদের দান করেছেন। কারণ ধৈর্য ধারণ করার পুরস্কার অপরিসীম। সৌভাগ্যবানরা সবরের মাধ্যমে কল্যাণের জীবন লাভ করে । সবরের কোনো বিকল্প নেই। আল্লাহর বান্দা মাত্রই সবর করতে হবে। কেননা কখনো আল্লাহর আদেশ মানতে হবে, তাঁর

নির্দেশিত কাজ করতে হবে। আবার কখনো তাঁর নিষেধ মেনে চলতে হবে, বিরত থাকতে হবে তা করা থেকে। আবার কখনো অকস্মাৎ তাকদির কোনো ফয়সালা এসে পড়বে। এভাবে নানা অবস্থার মধ্য দিয়ে মুমিনের জীবন অতিবাহিত হয়। সুতরাং মুমিনের বিরাট কল্যান অর্জনের লক্ষ্যে মৃত্যু পর্যন্ত এই সবরকে সাথে নিয়েই চলতে হবে।

২১) তথ্যসূত্র

১) Al Quran (Tafsir & by Word)

২) https://www.quraanshareef.org/

৩) https://www.hadithbd.com/quran/error/?id=435

৪) https://myislam.org/quran-verses/patience/

৫) https://islamqa.info/bn/answers/

৬) https://quraneralo.net/sbor/

৭) কুরআনে ফেরেশতাদের বৈশিষ্ট্য

৮) https://www.jagonews24.com/religion/news/665159

৯) https://www.deshrupantor.com/473224/মুমিনের-পরিচয়-ও-পরীক্ষা

১০)খেয়াল-খুশির অনুসরণ - মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

১১) https://www.facebook.com/share/129cokzFW93/?mibextid=WC7FNe

১২) What Are the Virtues of Patience in Islam? - Islam Question & Answer

১৩) https://www.alkawsar.com/bn/article/3470/

১৪) https://www.tawheederdak.com/article_details/485

১৫) https://www.kalerkantho.com/online/muslim-world/2021/09/20/1075204

১৬) The Benefits of Patience in Islam and Its Extraordinary Wisdom - Dompet Dhuafa

১৭) আলোকিত বাংলাদেশ

১৮) https://orlandparkprayercenter.org/the-power-of-patience/

১৯) https://messagebd.net/subjectwise/57

২০) https://quranerkotha.com/al-asr/

২১)ধৈর্য হারাবেন না
মূল: শাইখ মোহাম্মদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ

২২)সবর ও শোকর
ইমাম মোহাম্মদ গাজ্জালী (রহি.)

২৩)ধৈর্য সবর কখন ও কিভাবে
আব্দুল্লাহ শহীদ আব্দুর রহমান

২৪)ধৈর্য : গুরুত্ব ও তাৎপর্য
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

২৫)ধৈর্য: জান্নাতে যাওয়ার পথ
আলী আহমাদ মাবরুর (অনুবাদক)

২৬)সবর
ইবনুল কায়্যিম আল জাওযি

২৭)A principal concerning patience gratitude
Shykh Al Islam Ibn Al Taimiyyah

২৮)The way to patience & gratitude
Ibn Qayyim Al Zawziyya

২৯)Patience & Gratitude
Ibn Qayyim Al Zawziyya